

ପର୍ଜନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ଆଗସ୍ଟ ୨୦୨୩

ପଡ଼ତେ ପଡ଼ତେ ଗନ୍ଧବେ...



LET'S DAY OUT



রিভার ক্রুজ RIVER CRUISE



পিকনিক PICNIC

Your Events

Corporate Outing

Annual Picnic & Cruise

School Day out

Social get-together

Corporate Team Building

Our Services

Transportation

Spot Reservation

Vessel Reservation

Branding & Cultural Program

Meals, Fun & Entertainment



RIVER AND GREEN TOURS

House-97/1, Flat-2B, Sukrabad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207, Bangladesh

E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com

www.riverandgreen.com

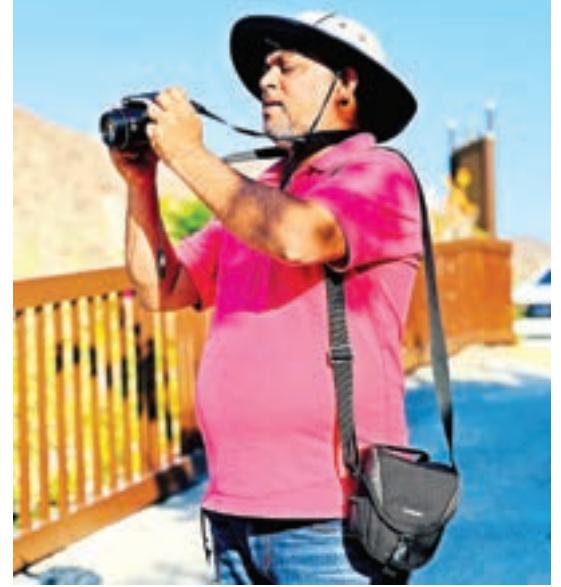
+88 01819224593, 01979224593

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର

ପଡ଼ନ୍ତେ ପଡ଼ନ୍ତେ ଗନ୍ଧ୍ୟୋ...

www.parjatanbichitra.com





সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চল চৰাপুঞ্জির খুব কাছেই অবস্থিত রামসার সাইট টাঙ্গুয়ার হাওরে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন স্ফুরণ। ইকোট্যুরিজম হচ্ছে কোন এলাকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি না করে প্রকৃতিকে উপভোগ করার এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ ভ্রমণ যা এ এলাকার জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির উপর নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে না এবং স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ইকোট্যুরিজমে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকায় তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় এবং অর্জিত আয়ের একটি অংশ এ এলাকার পরিবেশের উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিকাশে ব্যবহার হয়ে থাকে।

টাঙ্গুয়ার হাওরে ইকোট্যুরিজম নিশ্চিত করতে হবে

বিশ্বে দিন দিন ইকোট্যুরিজমের পরিধি বেড়েই চলেছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন স্ফুরণ। ইকোট্যুরিজম হচ্ছে কোন এলাকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি না করে প্রকৃতিকে উপভোগ করার এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ ভ্রমণ যা এ এলাকার জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির উপর নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে না এবং স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ইকোট্যুরিজমে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকায় তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় এবং অর্জিত আয়ের একটি অংশ এ এলাকার পরিবেশের উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিকাশে ব্যবহার হয়ে থাকে।

বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চল চৰাপুঞ্জির খুব কাছেই অবস্থিত রামসার সাইট টাঙ্গুয়ার হাওর। সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশ ও তাহিরপুর উপজেলা অংশবিশেষ নিয়ে এ হাওরের অবস্থান। হাওরের চারপাশে রয়েছে ৮৮টি গ্রাম। ‘ছয় কুড়ি বিল আর নয় কুড়ি কান্দার’ সমবয়ে পরিচিত দৃষ্টিনন্দন বিলটির দৈর্ঘ্য ১১ ও প্রস্থ ৭ কিলোমিটার। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে টাঙ্গুয়ার হাওরের ৯,৭২৭ হেক্টর এলাকাকে ‘পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা’ ঘোষণা করে। হাওরটি দেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট এবং পঁথীবীর ১০৩১ তম রামসার সাইটের মর্যাদা পায় ২০০০ সালে। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে হাওরটি উন্নেখন্যোগ্য। তা হলো: জলাভূমি পরিবেশের অনন্য উদাহরণ, জলচর পাথি, সংকটাপন্ন প্রজাতির মাছ, প্রাণী ও উভি দের আবাসস্থল এবং মা-মাছের উন্নত প্রজননস্থল। এই হাওরে ৫২টি বিলের মধ্যে ১৬টিতে সারা বছরই পানি থাকে। এই হাওরের ১১০টি কান্দায় প্রায় মাটি হাজার মানুষ বাস করে। এক হিসাবে এখানে ১৪১ প্রজাতির মাছ, ২০০ উভি, প্রায় পাঁচশত পাথি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও উভচর ইত্যাদি বন্যপ্রাণী দেখা গেছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু বৃক্ষনাবেক্ষণ ও টেকসই নিশ্চিতকল্পে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় টাঙ্গুয়ার হাওরে একটি সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএন, দাতা সংস্থা এসডিসি এর আর্থিক সহায়তায় ‘টাঙ্গুয়ার হাওর সমাজভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা’ প্রকল্প পরিচালনা করছে।

পরিবেশ রক্ষা করে পর্যটন

১৯৯৯ সালে টাঙ্গুয়ার হাওরকে ‘প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা’ হিসেবে ঘোষণা করে সরকার। পরের বছর এটি বিশ্ব ঐতিহার স্থীরুত্ব পায়। এর আগ পর্যন্ত এই হাওর জলমহাল হিসেবে ইজারা দেওয়া হতো। আধুনিক নৌযানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটকের সমাগমও বেড়েছে। পরিবেশবাদীরা বলছেন, এতে হুমকিতে পড়েছে টাঙ্গুয়ার হাওরের জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও তাহিরপুর উপজেলার টাঙ্গুয়ার হাওরপাড়ের রাজাই গ্রামের বাসিন্দা এক্সেল সলমার বলেন, প্রতিদিন শত শত শত নৌকা হাওর চায়ে বেড়ায়। নানাভাবে ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখন পর্যটন নিয়েই আলোচনা বেশি হচ্ছে। হাওরের পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় নেই। পর্যটনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি টাঙ্গুয়ার হাওরের প্রকৃতি, পরিবেশ ও হাওরের জীববৈচিত্র্যের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সেটিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

গত আগস্টে পর্যটক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ১২টি শর্ত দেয় তাহিরপুর উপজেলা প্রশাসন। এর মধ্যে ২টি শর্ত নৌযানের নিবন্ধনসংক্রান্ত এবং বাকি ১০টি পর্যটন পরিবহণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রায়হান বলেন, হাউসবোটসহ ১০৯টি নৌযানের নিরবন্ধন করানো হয়েছে। বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে করানো হচ্ছে। এটা করার মূল উদ্দেশ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পর্যটিক ও বোটমালিকদের সঙ্গে নিরিভুলভাবে কাজ করা। তদারকি বেড়ে যাওয়ায় আগে পরিবেশদূষণের যতটা অভিযোগ আসত, এবার অভিযোগ কম আসছে।

তরুণদের পাশে থাকতে হবে

সরকারি ছুটির দিনগুলোতে প্রায় এক হাজার মানুষ টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণ করেন। কর্মদিবসেও ঘুরতে আসেন অনেকে। সুনামগঞ্জ ছাড়াও নেতৃত্বে কলমাকান্দা ও কিশোরগঞ্জের নিকলী থেকে পর্যটিকবাহী নৌযান টাঙ্গুরার হাওরে প্রবেশ করে। তাই হাওর পর্যটনসহ দেশের পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে তরুণদের উৎসাহিত করতে বলছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টুর্যরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান সন্তোষ কুমার দেব বলেন, প্রকৃতিনির্ভর পর্যটন জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যার অন্যতম মাধ্যম ‘হাওর পর্যটন’ ঠিকমতো ব্র্যান্ডিং করা গেলে বাইরের পর্যটিক ও পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, যেসব তরুণ হাওর পর্যটনে এগিয়ে এসেছেন, তাদের সহজ শর্তে খণ্ডসহ সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। তরুণ এই উদ্যোক্তাদের আগ্রহে যেন ভাটা না পড়ে।

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে আগত পর্যটিক ও পর্যটিকবাহী নৌযানের নিরাপত্তায় ১০ দফা নির্দেশনা জারি করেছে মধ্যনগর থানা পুলিশ প্রশাসন।

হাওরের পরিবেশ রক্ষা, নৌ দুর্ঘটনা এড়ানো, গণউপদ্রব রোধ এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে এ ১০ দফা নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

নির্দেশনাগুলো হলো-

- কোন নৌযানে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পর্যটিক বা যাত্রী পরিবহন করা যাবে না।
- নৌযান চলাচলের সময় কিংবা পানিতে নামার সময় প্রত্যেক পর্যটিক এবং নৌচালক আবশ্যিকভাবে লাইফ জ্যাকেট পরিধান করবেন।
- বিরুপ আবহাওয়া থাকলে নদীতে কিংবা হাওরে ভ্রমণ করা যাবে না।
- প্রতিটি নৌযানকে হাওর বাননদীতে যাত্রা শুরুর অন্তত ৬ ঘণ্টা পূর্বে নির্ধারিত ফরমে মধ্যনগর থানার ডিউটি অফিসারকে (মোবাইল নম্বর-০১৩২০-১২১০৫৫) অবহিত করতে হবে।
- পর্যটিকদেরকে ও নৌচালকদেরকে নৌযানে এবং স্থলভাগে চলাচলের সময় মাঝ পরিধান করা, সামাজিক দ্রুত বজায় রাখাসহ অন্যন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
- প্রতিটি নৌযানে এবং নৌযাটে ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নৌযান মালিক সমিতি এবং নৌচালকরা বিশয়টি নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত স্থান ছাড়া হাওর বা নদীর পানিতে বা স্থলভাগের কোথাও কোন ধরনের ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না।
- পর্যটিকবাহী নৌযান যেকোনো স্থলভাগের কাছাকাছি অবস্থানকালে উচ্চশব্দে কোনো ধরনের মাইক বা লাউড স্পিকার ব্যাজাতে পরবে না।
- প্রতিটি নৌযান, পর্যটিকদের জন্য মানসম্মত পরিবেশ তথা পরিকার পরিচ্ছন্নতা ও পর্যাপ্ত সুবিধাদি নিশ্চিত করবে। পর্যটিকদেরকে তাদের সার্বক্ষণিক নিজস্ব দায়িত্বে সংরক্ষণ করতে হবে।
- নৌগরের স্থানে দুর্ভিকারীরা থাকতে পারে। তাদের থেকে পর্যটিকদেরকে সাবধান থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। ◆

সম্পাদক
মহিউদ্দিন হেলাল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
বার্ণা মহিউদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
মীর শামসুল আলম বাবু

গবেষণা
ড. মো. আতাউর রহমান
জিয়াউল হক হাওলাদার
সাহিদ হোসেন শামীম
ইমরান উজ-জামান

ফিচার
হোমায়েদ ইসমাক মুন
মারজিয়া লিপি

ফেয়ার ও বাণিজ্য সম্পাদক
বোরহান উদ্দিন

হেড অব
মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন
সালাউদ্দিন অট্টন

বাণিজ্যিক নির্বাহী
মেহেদী হাসান
সোহেল মিয়া

সার্কুলেশন
আতিকুল মোল্লা

শিল্প নির্দেশক
নাজির খান খোকন

গ্রাফিক ডিজাইন
এনএস ফয়সাল
মো. আবু বক্র সিদ্দিক

বিদেশ সংযোগ
আশরাফুজ্জামান উজ্জল
জুন মুখাজী
শিমুল রহমান

সম্পাদকীয় কার্যালয়

বাণিজ্যিক কার্যালয়
বাড়ি ৯৭/১, ২য় তলা (২-বি)

শুকাবাদ, ঢাকা-১২০৭

ফোন : +৮৮০২-১২২১৪২৯৪৪

ইমেইল : parjatanbichitra@gmail.com

info@parjatanbichitra.com

ওয়েব : www.parjatanbichitra.com

নির্বাহিত কার্যালয়

এমআর সেন্টার (৭ম তলা) বাড়ী-৪৯
রোড-১৭ বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩
বাংলাদেশ

প্রকাশক ও সম্পাদক মো. মহিউদ্দিন হেলাল কর্তৃক সম্পাদকীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং টেকমি প্রিন্টার্স প্রেস
২৬৭/জি, কমিশনার গলি, ফকিরাপুর, মতিবিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

কপিরাইট © পর্যটন বিচিত্রা
পর্যটন বিচিত্রা-এ প্রকাশিত কোনো লেখা ও তার কোনো অংশ প্রকাশক ও সম্পাদকের স্থিতি অনুমতি ব্যতীত
মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।



পর্যটন বিচিত্রা

আগস্ট ২০২৩



জার্মানির রাইনে নৌবিহার ► ২২



ভেলা ভাসান মেলা ► ১৮



প্রচ্ছদ: টাঙ্গুয়ার হাওর



খুলছে রেলের দখিনা দুয়ার ► ৩০

আরও যা থাকছে এই সংখ্যায়—

■ বর্ষায় অপরূপ টাঙ্গুয়ার হাওর	৫
■ কর্ণফুলি কুঝ লাইনে মহাসাগর অব্রেষণ	৮
■ ডেরা রিসোর্টে সমুদ্র বিলাস	১১
■ ঢাকার অদ্রে অরণ্যে ঘেরা ঢালী'স আঘাত নিবাস	১৩
■ হেলিকপ্টার সেবায় যেখান এভিয়েশন	১৬
■ মনোহারিণী দুর্গাসাগর দিঘি	২৪
■ ভিসা ছাড়াই ৪০ দেশে যেতে পারবেন বাংলাদেশিরা	২৭
■ মরুভূমিতে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ	২৮
■ এই বর্ষায় যেতে পারেন ৫ জায়গায়	২৬
■ বৃষ্টি উপভোগের জন্য রাজধানীর ৫ রেস্টুরেন্ট	২৭
■ ভারতে দ্঵িতীয় সর্বোচ্চ পর্যটিক বাংলাদেশের	২৮
■ শ্রী চিনায়, বিশ্ব শাস্তির দৃত	৩২
■ ঘুরে আসুন ঢাকার ৫ আর্ট গ্যালারি	৩৩
■ পর্যটন খাতে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে কেরালা	৩৪
■ হোটেল বুকিংয়ে যে ভুলগুলো করা উচিত নয়	৩৭
■ ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, সাফল্যগাথার ৯ বছর	৩৮
■ পর্যটন সংবাদ	৩৯



বর্ষায় অপরূপ টাঙ্গুয়ার হাওর

গন্তব্য
গন্তব্য

■ পর্যটন বিচিত্র প্রতিবেদন

বর্ষাকাল টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই সময় মেঘালয়ের ঢলে নেমে আসা পানিতে হাওর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে। এই জলরাশির ওপর মাথা ঊঁচ করে দাঁড়িয়ে থাকে হিজল ও করচগাছের বন। হাওরের গ্রামগুলোকে মনে হয় যেন পানির ওপর ভেসে থাকা ক্ষুদ্র কিছু দীপ। দূরে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়, বর্ণা থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ পানি, মৃদুমূল চেউ, অগভিত পাখির কলতান পর্যটকদের মন ভুলিয়ে দেয়। তাই বর্ষায় টাইটলুর হাওরের জলে ভেসে বেড়িয়ে নৌকার চালে বৃষ্টির মৃদু ছন্দ শুনতে ঘুরে আসতে পারেন টাঙ্গুয়ার হাওর। টাঙ্গুয়ার হাওর সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মিঠাপানির জলাভূমি। বর্তমানে হাওর ভ্রমণের জন্য রয়েছে বেশ কিছু আধুনিক হাউজ বোট। হাউজ বোট ভাড়া করতে হলে আগে থেকেই বুকিং করতে হয়। হাউজ বোটে ভ্রমণ করতে চাইলে আপনার কাজ হবে শুধু সুনামগঞ্জ বা তাহিরপুর পৌছানো। এরপর ভ্রমণের সব দায়িত্ব হাউজ বোটের।

হাউজ বোট সুনামগঞ্জ শহরের সাহেব বাড়ি ঘাট থেকে ছাড়বে নাকি তাহিরপুর থেকে ছাড়বে তা আগে থেকেই জেনে নিতে হবে। সাহেব বাড়ি ঘাট থেকেই হাউজবোট ছাড়লে তখন কষ্ট করে তাহিরপুর যাবার প্রয়োজন পড়ে না। টাঙ্গুয়া যেতে প্রথমে যেতে হবে সুনামগঞ্জ জেলা শহরে। ঢাকা থেকে সড়ক পথে সুনামগঞ্জ যাওয়া যায়। ফকিরাপুর, সায়দাবাদ থেকে শ্যামলী পরিবহন, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, এনা পরিবহণ, মামুন পরিবহনের বাসগুলো সুনামগঞ্জ যায়। বাসে



সুনামগঞ্জ পৌছাতে ৬ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।

সুনামগঞ্জ থেকে টাঙ্গুয়া

সুনামগঞ্জ নেমে সুরমা নদীর ওপর নির্মিত বড় ব্রিজের কাছে লেগুনা/সিএনজি/বাইক করে তাহিরপুরে যাওয়া যায়। সময় লাগবে প্রায় দেড় ঘণ্টা। তাহিরপুরে নৌকা ঘাট থেকে আকার ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করতে হবে। নৌকার ভাড়া কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন নৌকার আকার, ধারণক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, মৌসুম ইত্যাদি। এছাড়াও ছাটির দিনে ভাড়া সম্ভাবনা অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি থাকে।

এক রাত থাকার জন্য ছোট নৌকাগুলোর ভাড়া পড়ে ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা, মাঝারি আকারের নৌকাগুলোর ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার এবং বড় নৌকাগুলোর ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকার মতো। বর্তমানে টাঙ্গুয়ার হাওর ঘুরে আসার জন্য প্রায় অর্ধশতাধিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্ক হাউজবোট রয়েছে। এই হাউজবোটগুলোতে খাওয়া-দাওয়া, রাতে থাকাসহ ২ দিন ১ রাত ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা থাকে। খরচ হবে জনপ্রতি ৬-৮ হাজার টাকা। তবে দল যদি অনেক বড় হয়, যেমন ১৬-২০ জনের মতো হলে তখন জনপ্রতি ভাড়া অনেকটাই কমে আসবে। তখন জনপ্রতি ৪ হাজার -৫ হাজার টাকার মতো খরচ হবে।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

নৌকা ভাড়া করার সময় লাইফ জ্যাকেট, টয়লেট ব্যবস্থা, রান্নার চুলা, লাইট-ফ্যান, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য শামিয়ানা ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। তাহিরপুর বাজারে আইপিএস ও লাইফ জ্যাকেট ভাড়া পাওয়া যায়। নৌকায় যদি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও লাইফ জ্যাকেট না থাকে তবে সেগুলো ভাড়া করে নিতে হবে।

খাবারের ব্যবস্থা

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর এবং টেকেরঘাটে বেশকিছু খাবার হোটেল রয়েছে। এসব হোটেলে হাওরের প্রায় ২০-৩০ প্রজাতির মাছ, শুটকি আর হাঁসের মাংসের নানা পদ দিয়ে চাইলে সকাল কিংবা দুপুরের আহার পর্ব সারতে পারবেন। আর টেকেরঘাটে যদি রাত্রিযাপন করা হয় তবে রাতের আহারও এখানেই সেরে নেওয়া সত্ত্ব।

আর যদি নৌকাতেই রাত্রিযাপন করা হয় তবে রান্নার ব্যবস্থা নৌকাতেই করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নৌকায় উঠার আগেই তাহিরপুর বাজার থেকে প্রয়োজনীয় বাজার করে নিতে হবে। তবে তাজা মাছ কেনার জন্য হাওরের মাঝের ছেট ছেট দোকানগুলো অদর্শ জায়গা। মারিকে বললে এই দোকানগুলো চিনিয়ে দেবে। নৌকায় নিজেরাই রান্না করা যায় আবার রান্নার জন্য তাহিরপুরে ব্যুর্চিও ভাড়া পাওয়া যায়। অনেক নৌকার মারিকাই রান্না করে দিতে আগ্রহী হন। এসব বিষয়ে তাই নৌকায় উঠার আগে মারিকের সঙ্গে আলাপ করে নেওয়া উচিত। আর যদি হাউজবোটে থাকা হয় সেক্ষেত্রে খাবার নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে না। খাবারের সব ব্যবস্থা হাউজবোটের স্টাফবাই করে থাকেন।

খাবারের মেনু ও সাধারণত আগে থেকেই জানানো হয়। মেনুতে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে আগে থেকেই কথা বলে নিতে হয়।

দর্শনীয় স্থান

হাওর ভ্রমণকালে পানিতে না নামলে অমগ্ন অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওয়াচটাওয়ার এলাকায় এসে পানিতে নেমে আশপাশের জলাবনে ঘুরে বেড়ানো যায়। ওয়াচটাওয়ারের ওপরতলায় উঠে হাওর অঞ্চলের সৌন্দর্য বেশ ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এবপর নৌকায় করে টেকেরঘাট এলাকায় চলে যেতে হবে। এখানে দেখতে যেতে পারেন অপার্থিব সৌন্দর্যের নীলাদি লেক। একদিকে টিলা-পাহাড়ের সমাঝোতা আর অন্যদিকে স্বচ্ছ নীল জলের হৃদ সব মিলিয়ে এটি যেন এক অপরূপ সৌন্দর্যের আধার।

নীলাদি লেক থেকে সিএনজিতে করে চলে যেতে

পারেন লাকমাছড়া। ভারত সীমান্তধর্মে এই এলাকায় দেখা যাবে মেঝে আচ্ছাদিত সবুজ সব পাহাড় আর পাহাড় থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাধারা। এ ছাড়া প্রশিল্প বারিক টিলা ও যানুকটা নদী দেখতে যেতে পারেন। পাশাপাশি ঘুরে আসতে পারেন শিমুল বাগানে। তবে যেখানেই যেতে চান না কেন নৌকার মারিকে ভ্রমণের শুরুতেই সবকিছু জানিয়ে রাখতে হবে।

বর্তমানে টাঙ্গুয়ার হাওরে ঘুরে আসার জন্য প্রায় অর্ধশতাধিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন হাউজবোট রয়েছে। এই হাউজবোটগুলোতে খাওয়া-দাওয়া, রাতে থাকাসহ ২ দিন ১ রাত ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা থাকে। খরচ হবে জনপ্রতি ৬-৮ হাজার টাকা। তবে দল যদি অনেক বড় হয়, যেমন ১৬-২০ জনের মতো হলে তখন জনপ্রতি ভাড়া অনেকটাই কমে আসবে। তখন জনপ্রতি ৪ হাজার -৫ হাজার টাকার মতো খরচ হবে

হাওর ভ্রমণকালে আরও কিছু পরামর্শ

সুন্দরবনের পর টাঙ্গুয়ার হাওর আন্তর্জাতিকভাবে যোথুত বাংলাদেশের দ্বিতীয় ‘রামসার সাইট’। তাই আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই হাওরে ভ্রমণকালে পরিবেশের মেন কোন ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

- ভ্রমণকালে নৌকায় ময়লা আবর্জনা জমিয়ে রাখার জন্য বুড়ি রাখতে হবে।
- কোনোপ খাবারের অংশ বা উচ্চিষ্ঠ, প্যাকেট, খোসা বা পাত্র হাওরের পানিতে ফেলা যাবে না।
- মাইক ব্যবহার করে বা অন্যকেন প্রকারে শব্দ তৈরি করা যাবে না।
- রাতের বেলা অবস্থান করলে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলো তৈরি করা যাবে না।
- পাথি বা বন্যপ্রাণী লক্ষ্য করে টিল চুড়া যাবে না কিংবা অন্য কোন প্রকারে এদের নিরাপদ অবস্থান ও চলাকেরায় বিস্তৃ সৃষ্টি করা যাবে না।
- টাঙ্গুয়ার মাছ, বন্যপ্রাণী বা পাথি ধরা যাবে না বা এদের জীবন হৃষ্মকির মধ্যে পড়ে এমন কোন কাজ করা যাবে না।
- টাঙ্গুয়ায় কোনো গাছপালা, বন জঙ্গল বা লতা পাতার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- টাঙ্গুয়ায় শামুক, বিনুক বা অন্য কোন প্রকার জলজ বা স্ত্রেজ প্রাণী/কীটপতঙ্গের ক্ষতিসাধন করা যাবে না। টাঙ্গুয়ায় ভ্রমণকালে হাতে চালিত নৌকার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।
- টাঙ্গুয়ায় ভ্রমণকালে প্রতিটি দর্শনাথী একজন প্রকৃতিপ্রেমীর মতো বিনা উপদ্রবে প্রাকৃতিক রূপ উপভোগ করবেন এটাই প্রকৃতিবাদী পর্যটনের প্রত্যাশা।





মনোহারিণী দুর্গাসাগর দিঘি

■ মো. জিয়াউল হক হাওলাদার

বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর দিঘি ইতোমধ্যেই একটি অনন্য স্থান হিসেবে পর্যটকদের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। এই মনোহারিণী পর্যটন কেন্দ্রটি বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশায় অবস্থিত।

বরিশাল জেলা শহর থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার দূরে এই বিশাল দিঘির অবস্থান। এটি ১৭৮০ সালে খনন করা হয়েছে। এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং নান্দনিক বিচারে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক চিহ্নিত বাংলাদেশের ১৪০০টি দর্শনীয় পর্যটন স্পটগুলোর তালিকায় সংগৃহীত স্থান পেয়েছে।

রাজা জয়নারায়ণের মা দুর্গাদেবীর নামানুসারে দুর্গাসাগর দিঘির নামকরণ করা হয়। দুর্গাদেবী তার প্রজাদের প্রতি অতুল্য সদয় ছিলেন। তিনি তার প্রজাদের সুপোষ পানির আভাব থেকে মুক্তি দিতে এই দিঘি খননের নির্দেশনা দেন।

এই দিঘি খননের পেছনে একটি কল্পকাহিনি রয়েছে যে, ‘দুর্গাদেবী যতদূর হেঁটে হেঁটে যেতে পারবেন, পুকুরটি ও ততদূর খনন করা হববে।’ সে অনুযায়ী পুকুর খনন করা হয়েছে।

বাকলা-চন্দ্রলীপ রাজপরিবারের সদস্যদের বাড়ি মাধবপাশা গ্রামে। তাদের দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ, মন্দির এবং অন্যান্য ভবনের ধ্রংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দিঘির মাঝাখানে একটি ছোট দ্বীপ তৈরি করা হয়।

স্থানীয় লোকজন একে মাধবপাশা দিঘি নামেও ডাকে। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম পুকুর। প্রতিদিন শত শত স্থানীয় এবং আঞ্চলিক পর্যটকরা অন্যান্য স্বর্জন, নির্মলতা উপভোগ করতে এবং সেখানে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বেড়াতে যান। এই দিঘির নীল পানি প্রবল বাতাসের সাথে নেচে নেচে খেলা করে। এই সুন্দর স্থানটি ঝুতু নির্বিশেষে বছরের পর বছর পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এখানে অ্যাঙ্গলিং সুবিধাও রয়েছে। অ্যাঙ্গলারা বছরে দুবার



মাছ ধরতে পারে।

দিঘিটির মোট আয়তন ৬২ একর। পুকুরের চারপাশে সব মিলিয়ে ১.৬ কিলোমিটার (১ মাইল) দীর্ঘ হাঁটার পথ রয়েছে। শীতকালে অনেক পরিযায়ী পাখ সেখানে ভিড় করে। সেই সময় এই জায়গাটি পাখির কিচিরমিচির শোনা যায় এবং কিচিরমিচিরের ধনি দূর-দূরান্ত থেকে আসা ক্লান্ত পর্যটকদের শাস্ত করে। যদিও পর্যটকদের শীত, বসন্ত এবং হেমন্ত এই স্থানটি দেখার উপযুক্ত সময়। তবুও দিঘির পাড়ের নির্জন পরিবেশ বছরের অন্যান্য মৌসুমেও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে পুকুরটি কিছুটা সংস্কার করা হয়েছিল। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (সরকারি পর্যটন সংস্থা) ২০১৮-২০২৪ অর্থবছরে ১৬ কোটি ১৮ লাখ টাকার ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় থাকছে একটি একতলা আবাসন ভবন, ওয়াক-ওয়ে, বিনোদন সুবিধাদি, ডাকবাংলো, ঘাটলা ও বোট ল্যাঙ্কিং, পিকনিক শেড, শপিং সেন্টার এবং সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি। এই পর্যটন স্পটটি শীত্বাহী বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক চালু করা হবে।

পর্যটকরা আকাশপথে, নৌপথে এবং স্তলপথে সহজেই দুর্গাসাগর দিঘিতে পৌছাতে পারেন। ঢাকা থেকে বিমানে পর্যটকরা বরিশাল শহরে যেতে পারেন। তারপর স্থানীয় পরিবহনে ২৫ মিনিটের পথ। পর্যটকরা ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু দিয়ে বাসে বা নিজস্ব পরিবহনে মাত্র তিন ঘণ্টায় বরিশাল যেতে পারেন। পর্যটকরা একটু আগে রওনা দিলে বরিশাল শহরে দুপুরের খাবার খেতে পারবেন। বরিশাল শহর থেকে দুর্গাসাগর দিঘি পর্যন্ত বাস ও স্কুটার সার্ভিস রয়েছে। বরিশাল শহরে পাঁচ তারকা হোটেল এবং অন্যান্য মানসম্মত আবাসন সুবিধা রয়েছে।

পর্যটকরা বরিশাল শহরে স্বাচ্ছন্দে রাত্যাপন করতে পারবেন। বরিশালে সুস্থান খাবারের সাথে চমৎকার খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে, যার মধ্যে ইলিশ মাছ, দই এবং মিষ্ঠি জাতীয় আইটেম জনপ্রিয়। পর্যটকদের এই সুস্থান খাবারগুলি মিস কর উচিত নয়। পর্যটকদের একটি প্যাকেজের অধীনে বরিশাল ভূমগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা দুর্গাসাগর দিঘির সাথে কাছাকাছি অন্যান্য স্পটও উপভোগ করতে পারেন।

লেখক: সিনিয়র ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ◆



কর্ণফুলি ক্রুজ লাইনে মহাসাগর অব্বেষণ

পর্যটন সেবা

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

কর্ণফুলি ক্রুজ লাইন, বিখ্যাত কর্ণফুলি শিপ বিস্ট্রস লিমিটেডের (কেএসবিএল) একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে চারটি বিলাসবহুল ক্রুজ জাহাজের একটি লাইন চাল করে তারা। ক্রুজ জাহাজগুলো সুসজ্জিত।

উচ্চ ক্ষমতার যে কোনো সমুদ্রযাত্রায় যে ধরনের বিলাসিতা ও চিত্তবিনোদন আপনি আশা করেন তার সবই আছে।

জাহাজগুলোতে ক্রুজ জাহাজগুলো সর্বোচ্চ গুণগতমান দিয়ে নির্মিত হওয়ার পাশাপাশি এগুলোর এমন সব সুবিধা রয়েছে যা জল পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

এই কোম্পানির চারটি জাহাজের মধ্যে প্রথমটি হলো এমভি কর্ণফুলি এক্সপ্রেস। এটি আপনাকে খোলা সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করার ছড়ান্ত আনন্দ দেবে। কর্ণফুলী এক্সপ্রেস একসঙ্গে ৫৪৭ জন ভ্রমণ করতে পারবেন। এতে চেয়ার রয়েছে ৫১০টি। রয়েছে বিজনেস আসনের চেয়ার (প্রথম শ্রেণি) ও ইকোনমিক আসনের চেয়ার (দ্বিতীয় শ্রেণি)। জাহাজটিতে কেবিনের সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে আছে সিঙ্গেল, ডাবল, ইকোনমিক ও ভিভিআইপি শ্রেণির।



এমভি কর্ণফুলী এক্সপ্রেসের অন্যান্য সুবিধার মধ্যে আছে, প্রজেক্টর, নামাজের স্থান, রেস্টুরেন্ট। আর কেবিনের অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে পাবেন ফি ওয়াইফাই, ইন্টারকম, টিভি, প্রাইভেট রেস্টুরেন্ট, কমন ট্যালেট ও বাথ এবং ছাদ বাগানের ফি প্রবেশ।

অন্যদিকে এমভি বে ওয়ানের রয়েছে বিশাল সৌন্দর্য। এটি সরাসরি জাপান থেকে আমদানি করা হয়েছে।

অত্যধিক সযোগ-সুবিধা, শ্বাসরক্ষকর দৃশ্য এবং অঙুলনীয় পরিমেবাসহ এই ক্রুজগুলো কক্ষবাজার থেকে সেন্টমার্টিন; চট্টগ্রাম থেকে সেন্টমার্টিন রুটে যাতায়াত করে। এসব জাহাজে যাত্রা ভ্রমণকারীদের কাছে আজীবন

স্মরণীয় হয়ে থাকে।

এমভি বারো আউলিয়া কর্ণফুলি ক্রুজ লাইনের তৃতীয় সংযোজন। এটি টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন দ্বীপে সরাসরি সমুদ্র সংযোগ এনেছে। নতুন সংযোগের সাথে পর্যটকরা এখন সুন্দর সৈকত, প্রবাল প্রাচীর অব্যৱহৃত করতে পারে এবং পরিবহনের বামেলার কথা চিন্তা না করে দ্বীপে বিভিন্ন জলক্ষ্মীড়া কার্যক্রম উপভোগ করতে পারে। সবশেষে, দিনের সোনালী সময়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপে রাউন্ড ট্রিপ অফারের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন প্রথমবারের মতো সূর্যাস্ত ভ্রমণের আনন্দের সূচনা করছে এমভি বারো আউলিয়া। ◆





10th ASIAN TOURISM FAIR

September 21 22 23 , 2023

REGISTRATION

You are requested to fillup the registration form for confirming your booth & send to fair secretariat :

**House - 97/1, Flat - 2B, Sukrabad
Sher-E-Bangla Nagar,Dhaka-1207
Bangladesh.**

E-mail : asiantourismfair@gmail.com
Phone : +88 02-222242944

CONTACT

Mr. Mohiuddin Helal
Chairman, ATF Dhaka
E-mail : info@asiantourismfair.com
Mobile : +88 01819224593

Mr. Borhan Uddin
Fair Director, ATF Dhaka
Mobile : +88 01730450099 (BD)

DMCL Desert Express Travel & Tours LLC

Office no : 105, 1st floor, Plot no 589-0
Bruj Nahar Views Building
Deira, Dubai, U.A.E
Mobile : +97154 400 8920

Hotline: +88 01970004447
www.asiantourismfair.com

ডেরা রিসোর্ট সমুদ্র বিলাস

শ্রেষ্ঠ
নথি

■ পর্টিন বিচিত্রা প্রতিবেদন

ডেরা রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা কক্ষবাজারের ইনানী সৈকতে অবস্থিত। বিশ্বমানের বিলাসবহুল এই রিসোর্টের সাথে ইনানী সমুদ্র সৈকতের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য চাহুলে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন। কক্ষবাজার বিমানবন্দর থেকে মাত্র ৪৫ মিনিট এবং কলাতলী সিটি সেন্টার থেকে ৩০ মিনিট লাগে। রিসোর্টটি এমন একটি নিরিবিলি জায়গায় অবস্থিত, যেখানে আপনি প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থেকে আনন্দগ্রহণে শান্ত ও পুনরায় আবিক্ষার করতে পারেন। পাশাপাশি সাদা বালি, ঘৰকবাকে নীল জল আর আদিম সৈকত উপভোগ করতে পারেন।

ছুটিতে দম্পত্তি ও পরিবার, কর্পোরেট আউটিংয়ের জন্য কোম্পানি এবং আরও অনেক কিছুর জন্য বিলাসবহুল ও কল্পনাবিলাসী যাত্রা নিশ্চিত করে এই রিসোর্ট। একদিকে পাহাড়ের নির্মলতা ও সৌন্দর্য, অন্যদিকে সমুদ্রের বিশালতা- পৃথিবীর একটি ছোট অর্গের সন্ধান করতে পারবেন আপনি। রিসোর্টটির কয়েক ধরণের ভিলা রয়েছে। ভিলার বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ-সুবিধা অন্যান্যী ভাড়া নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের মনোরম দৃশ্যের সাথে তৈরি, ব্যক্তিগত ছাদের ইনফিনিটি পুলসহ ডুপ্লেক্স প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলা রয়েছে ডেরা রিসোর্টে। যাকে ফিটনেস ও শিথিলতার প্রতীক বলা হয়। এখানে চমৎকার দৃশ্যাবলীর সাথে রয়েছে সাজসজ্জা, ডিজিটাল সংযোগ, মানসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সজ্জিত বিলাসবহুল কক্ষ। ডুপ্লেক্স ভিলায় রয়েছে ৫টি রুম (নিচ তলায় ২টি কক্ষ এবং ১ম তলায় ৩টি কক্ষ) নিয়ে গঠিত এবং প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ১৩৩৫ বর্গফুট; যার মধ্যে ২টি বেড রুম (নিচ তলায়), ১টি বসার ঘর রয়েছে রুম, ২ বাথ, ২ ব্যালকনি, ১ রান্নাঘর, এবং ১ ডাইনিং।

প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলার বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধা

* থি কিং অ্যান্ড টু কুইন সাইজ
বেড * লিভিং রুম * সি-ভিট
ব্যালকনি * ছাদে ব্যক্তিগত
সুইমিং পুল * বার-বি-
কিট



বঙ্গোপসাগরের মনোরম দৃশ্যের সাথে তৈরি, ব্যক্তিগত ছাদের ইনফিনিটি পুলসহ ডুপ্লেক্স প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলা রয়েছে ডেরা রিসোর্টে। যাকে ফিটনেস ও শিথিলতার প্রতীক বলা হয়। এখানে চমৎকার দৃশ্যাবলীর সাথে রয়েছে সাজসজ্জা, ডিজিটাল সংযোগ, মানসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সজ্জিত বিলাসবহুল কক্ষ। ডুপ্লেক্স ভিলায় রয়েছে ৫টি রুম (নিচ তলায় ২টি কক্ষ এবং ১ম তলায় ৩টি কক্ষ) নিয়ে গঠিত এবং প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ১৩৩৫ বর্গফুট; যার মধ্যে ২টি বেড রুম (নিচ তলায়) এবং ৩টি বেড রুম (১ম তলায়), ১টি বসার ঘর রয়েছে রুম, ২ বাথ, ২ ব্যালকনি, ১ রান্নাঘর, এবং ১ ডাইনিং।

জোন * খোলা বারান্দা * ইলেক্ট্রনিক সেফটি লকার
* মিনি বার* টি-কফি কর্নাও * মিনি ডাইনিং এরিয়া
* রিডিং কর্নার * সাজঘর ও আলমারি * আয়রন ও
স্ট্যান্ড * ৫৫ ইণ্ডিশ স্মার্ট টিভি।

বিনাময়ে সরবরাহ করা হয়
সকালের নাশতা, ফ্রি পুল, ফলমূল, টি-কফি
স্টেটআপ, মিনারেল ওয়াটার, জিম, ওয়াই-ফাই,
গাড়ি পার্কিং, বিমানবন্দর থেকে আনা ও নামিয়ে দিয়ে
আসা।

প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলার ভাড়া
সমুদ্রমুখী ২৬৭০ বর্গফুটের প্রেসিডেন্ট স্যুটের ভাড়া
(৫ জনের) প্রতিরাত দেড় লাখ টাকা।
সমুদ্রমুখী ১৩৩৫ বর্গফুটের এক্সিকিউটিভ স্যুটের
ভাড়া (৩ জনের) প্রতিরাত ৯০ হাজার টাকা।
সমুদ্রমুখী ১৩৩৫ বর্গফুটের এক্সিকিউটিভ স্যুটের
ভাড়া (২ জনের) প্রতিরাত ৬০ হাজার টাকা।

সি ভিড় টাওয়ার
বিলাসবহুল সি-ভিড় ডিলাক্স রুমগুলির সামনের
দিকে সমুদ্র, আকাশ এবং নির্মল দৃশ্যগুলি আলিঙ্গন
করে। এই কক্ষগুলি সমুদ্র উপকূলের মনোরম দৃশ্যের
সাথে



আপনার মন জুড়াবে ।

সি ভিউ টাওয়ার বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ-সুবিধা

* কিং সাইজ বেড * সি-ভিউ বেলকনি *

ইলেক্ট্রনিক সেফটি লকার * আয়রন ও স্ট্যান্ড * ৫৫

ইঞ্জিনের স্মার্ট টিভি ।

বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়

সকালের নাশ্তা, চা কফি, টি-কফি সেটআপ,
মিনারেল ওয়াটার, জিম, ওয়াই-ফাই, গাড়ি পার্কিং,
শর্তে সাপেক্ষে বিমানবন্দর থেকে আনা ও নামিয়ে
দিয়ে আসা ।

সি ভিউ টাওয়ারের ভাড়া

সমুদ্রমুখী ১৯০ বর্গফুটের ডিলাক্স রুমের ভাড়া (২
জনের) প্রতিরাত ১২ হাজার টাকা ।

পাহাড়মুখী ১৯০ বর্গফুটের ডিলাক্স রুমের ভাড়া (২
জনের) প্রতিরাত ১০ হাজার টাকা ।

ফ্যামেলি ভিলা

বঙ্গোপসাগরের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে ৯৭০ বর্গফুট
ফ্যামেলি স্যুটে বিলাসিতার জন্য রয়েছে ২ বেড রুম,
একটি আলাদা থাকার জায়গা ও একটি বারান্দাসহ
একটি বড় সজ্জিত লাউঞ্জ ।

এই ডুপ্লেক্স ভিলায় ২টি ফ্যামেলি স্যুট রয়েছে (১টি
গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং ১টি ১ম তলায়) এবং প্রতিটি
স্যুটে ১টি লাউঞ্জ, ২টি বেড রুম, ২টি বাথ, ১টি
ব্যালকনি রয়েছে ।

ফ্যামেলি ভিলার বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধা

* ওয়ান কিং সাইজ বেড * ওয়ান কুইন সাইজ বেড

* লাউঞ্জ * সমুদ্রমুখী ব্যালকনি * ইলেক্ট্রনিক সেফটি

লকার * মিনি বার * টি-কফি কর্নার * মিনি ডাইনিং

এরিয়া * রিডিং কর্নার * সাজাঘর ও আলমারি *

আয়রন ও স্ট্যান্ড * ৫৫ ইঞ্জিনের স্মার্ট টিভি ।

বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়

সকালের নাশ্তা, ফ্রি পুল, ফলমূল, টি-কফি
সেটআপ, মিনারেল ওয়াটার, জিম, ওয়াই-ফাই,
গাড়ি পার্কিং, শর্তে সাপেক্ষে বিমানবন্দর থেকে আনা
ও নামিয়ে দিয়ে আসা ।

ফ্যামেলি ভিলার ভাড়া

সমুদ্রমুখী ১৯৪০ বর্গফুটের ফ্যামেলি স্যুটের ভাড়া (৫
জনের) প্রতিরাত ৬০ হাজার টাকা ।

সমুদ্রমুখী ৯০০ বর্গফুটের ফ্যামেলি স্যুটের ভাড়া (২
জনের) প্রতিরাত ৩০ হাজার টাকা ।

সুপিরিয়র ভিলা

এই ভিলায় রয়েছে ৪টি প্রিমিয়াম স্যুট, যা আধুনিক
শিল্প ও কার্যশিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । প্রতিটি

স্যুটের আয়তন ৭৩০ বর্গফুট যার মধ্যে ১টি লাউঞ্জ,
১টি বেড রুম, ১টি বাথ এবং ১টি ব্যালকনি রয়েছে ।

সুপিরিয়র ভিলার বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধা



* কিং সাইজ বেড * লিভিং রুম * সমুদ্রমুখী
ব্যালকনি * ইলেক্ট্রনিক সেফটি লকার * মিনি বার *

টি-কফি কর্নার, মিনি ডাইনিং এরিয়া * রিডিং কর্নার *

* সাজাঘর ও আলমারি * আয়রন ও স্ট্যান্ড * ৫৫

ইঞ্জিনের স্মার্ট টিভি ।

বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়

সকালের নাশ্তা, ফ্রি পুল, ফলমূল, টি-কফি

সেটআপ, মিনারেল ওয়াটার, জিম, ওয়াই-ফাই

গাড়ি পার্কিং, শর্তে সাপেক্ষে বিমানবন্দর থেকে আনা
ও নামিয়ে দিয়ে আসা ।

সুপিরিয়র ভিলার ভাড়া

সমুদ্রমুখী ৭৩০ বর্গফুটের সুপিরিয়র স্যুটের ভাড়া (২
জনের) প্রতিরাত ২০ হাজার টাকা ।

বুকিং ও বিস্তারিত যোগাযোগের জন্য করতে পারেন
এই (+৮৮০১৮৯৬০০১১১২) নাম্বার এবং ওয়েবসাইটে
(<https://www.deraresort.com/>) ◆





ঢাকার অদূরে অরণ্যে ঘেরা ঢালী'স আম্বার নিবাস

পর্যটন শেবা

■ পর্যটন বিচিন্না প্রতিবেদন

চারপাশ ঘন অরণ্যে ঘেরা। বিশাল লেক। শান বাঁধানো পুকুরঘাটে নোকা। স্বচ্ছ পানির সুইমিংপুল। কাঠের তেরি পুল আর ঝুলন্ত সেতু- সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর দৃষ্টিনন্দন স্থাপনায় পা রাখতেই চোখটা জড়িয়ে যাবে। বলছি, ঘেরা ঢালী'স আম্বার নিবাস রিসোর্টের কথা।

১০০ বিঘার বেশি জমি ওপর গড়ে ওঠা এই রিসোর্টটি ঢাকার অদূরে মুঙ্গীগঞ্জের সিরাজদিখানের বাহেরকুচি, ইছাপুরায় অবস্থিত।

ঢাকার যানজট আর ইটপাথরের শহর ছেড়ে চাইলে মনোরোম এই রিসোর্টে সময় কাটাতে পারবেন প্রকৃতির সাথে। এখানে শোনা যাবে বিভিন্ন পাখির কলতান। এখানে আছে স্বচ্ছ পানির বিশাল সুইমিংপুল। সুন্দর পরিপাটি আর শেঞ্জিক হেঁয়োয়া সার্জিয়ে তোলা হয়েছে এই রিসোর্টের প্রতিটি রাস্তা। এখানে রয়েছে নীলে কাঠের তেরি পুল আর ঝুলন্ত সেতু। রয়েছে বিশাল লেক। মাছও চাষ হয় নেকে। শান বাঁধানো পুকুরঘাটে আছে নোকা। যাতে চড়ে আপনি ঘুরে বেড়াতে পারবেন অন্যায়ে।

এক সময় শুধু নিজেদের বাড়ির মতো ব্যবহার করলেও পরে সেটিকে রিসোর্টের রূপান্তর করেন ঢালী'স আম্বার



নিবাস রিসোর্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেহজুব ইসলাম নাহিন। মানুষের জন্য একটি বিনোদনের স্থান করার স্বপ্ন ও মানুষের কর্মসংস্থান করার তাড়নাতেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

শুরু দিকে মাত্র এক থেকে দুটি কট্টজ থাকলেও বর্তমানে রিসোর্টটিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির শতাধিক রুম রয়েছে। এ ছাড়া রিসোর্টটিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সুইমিং পুল রয়েছে, যার আয়তন ২৬ হাজার ক্ষয়ার ফিট। এমনকি কমপক্ষে ২০টি রুম থেকে সুইমিং পুলে সরাসরি প্রবেশাধিকার রয়েছে।

রিসোর্টে রেন্ডোর্নার পাশাপাশি কনফারেন্স হল, বিজেনেস লাউঞ্জ, ব্যাংকুয়েট হলও রয়েছে। ৫ থেকে ৬ হাজার মানুষের প্রোগ্রাম করা একসাথে।

এ ছাড়া নারীদের প্রাইভেটি ও সুবিধার জন্য আলাদা একটি সুইমিং পুল রয়েছে। এখানে সব বয়সের মানুষের জন্য বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ সবার বিনোদনের সুযোগ রয়েছে। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্লাইড, প্লে গ্রাউন্ড ও দুটি বড় মাঠ আছে। তরুণদের জন্য ইনডোর ভিআর, ম্যুকার ও জিম রয়েছে। যেভাবে যাবেন

রিসোর্টটি ঢাকার সবচেয়ে কাছে। মাত্র ৩০ থেকে ৪০ মিনিট সময় লাগে। গুলিশান থেকে মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের নীমতলী নেমে কিংবা শ্রীনগর উপজেলার ছনবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে নেমে সিএনজিচালিত অটোতে করে বাহেরকর্তি নামলেই পেয়ে যাবেন ঢালী'স আঘার নিবাস। ◆



Explore Tanguar Haor

A unique Wetland and Ramsar site in Bangladesh

বিহং বিলাস



Stay on the luxury houseboat

Overnight Cruise

2Day-1Night Cruising by

Luxury Houseboat
BIHANGO

7500 BDT/Per Person

*Stay Cabin with all meals

*Twin Share basis

*Sunamganj to Sunamganj

Facilities

Couple Bedded Cabin
Attached Bathroom
Wooden House Boat
Furnished Lounge
Eco Friendly Boat
Open Roof
All meals
Guided trip

Visiting Spots

Tanguar Haor
Kharchar Haor
Watch Tower
Niladri Lake
Jadukata River
Barikka Tila
Shimul Garden
and many more attractions



go river-go green
www.riverandgreen.com

Contact for Reservation

+880 1979 224 593
+880 1708 427 790
+880 1970 004 447

হেলিকপ্টার সেবায় মেঘনা এভিয়েশন

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

হেলিকপ্টারকে আগে বলা হতো বিনাশকীদের বিলাসিতার বাহন। তবে এখন ভোগান্তিবিহীন যাত্রা আর জরুরি প্রয়োজনে হরহামেশা ব্যবহার হচ্ছে হেলিকপ্টার। আকাশপথের এ বাহন এখন আর বিলাসের বিষয় নয়, বাস্তব প্রয়োজনে বেড়েছে এর ব্যবহারও। জরুরিভিত্তিতে কর্পোরেট যাতায়াত, বিদেশ বিনিয়োগকারী-ক্রেতাদের কারখানায় আনা-নেওয়া, ঈদের আগে বাড়ি ফেরা, এমনকি ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রেও দিনদিন এর চাহিদা বাড়ছে। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মুর্মু রোগীদের বহন করে ঢাকায় আনা, ইদানিং আবার হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ার প্রবণতাও দেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া নাটক কিংবা সিনেমার শুটিং, রাজনৈতিক নেতাদের সফরেও হেলিকপ্টারের ব্যবহার হচ্ছে। মালিকরা নিজেদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনেও এটি ব্যবহার করছেন। দেশে বর্তমানে ১০টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হেলিকপ্টার সেবা দিয়ে যাচ্ছে।



যাচ্ছে। এর মধ্যে মেঘনা এভিয়েশন লিমিটেড অন্যতম। মেঘনা গ্রুপ আব ইন্ডিস্ট্রিজের (এমজিআই) প্রতিষ্ঠান মেঘনা এভিয়েশন ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মেঘনা শিল্প এলাকায় কর্পোরেট বিমান পরিবহণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১ সালে এভিয়েশন তার প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। পরে এমজিআইয়ের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল এই পরিমেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাই, অত্যাধুনিক আধুনিক হেলিকপ্টার যোগ করা হয়; যাতে জরুরি

প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ঢাকার আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য এভিয়েশন সম্প্রতি একটি গ্রাউন্ড অ্যাস্ট্রেলেন্স সংযোজন করেছে যা জীবন রক্ষাকারী সব যন্ত্রপাতি দিয়ে সদা

প্রস্তুত থাকে
প্রশিক্ষিত ও
লাইসেন্সপ্রাপ্ত
প্যারা- মেডিক্স।
মেঘনা এভিয়েশন
লিমিটেড
কর্তৃপক্ষ জানায়,
বর্তমানে প্রতিদিন
অনেক ফ্লাইট
পরিচালনা
করছেন তারা

পরিষেবাগুলোতে অবদান রাখা যায়। যেমন জরুরি মেডিকেল সেবা এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে চার্টার্ড বিমান পরিবহণ।

আন্তর্জাতিক মান ও সুপারিশকৃত অনুমোদনের সাথে আপসন না করে এমজিআই চেয়ারম্যান হেলিকপ্টার পরিচালনার জন্য অত্যন্ত দক্ষ সাবেক সামরিক পাইলট এবং প্রকৌশলী নিয়েগ করেন।

মেঘনা এভিয়েশন লিমিটেড এখন বাংলাদেশের একটি নেতৃত্বান্বিত বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার ইন্ডাস্ট্রি, যেটি মাসে গড়ে ৮০টি ফ্লাইট পরিচালনা করে।

ব্র্যান্ড নিউ ডাবল ইঞ্জিন Bell-42.9, একক ইঞ্জিন Bell-407GX এবং Robinson-66

হেলিকপ্টারসহ মোট চারটি হেলিকপ্টার রয়েছে। গ্রাহকের চাহিদা মতো এই হেলিকপ্টারগুলো যে কোনো আকাশপথে ফ্লাইট নিতে পারে। বিদেশে প্রশিক্ষিত পাইলট এবং প্রকৌশলীসহ আইএফআর সার্টিফাইড Bell-429 হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মেঘনা এভিয়েশন লিমিটেড এখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দিননাত চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারে।

অপারেশনে সহায়তা করার জন্য মেঘনা এভিয়েশন লিমিটেডের হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৬০০০ বর্গফুট জায়গা, ৮৭০০ বর্গফুট টারম্যাক (উজ্জ্যল ও অবতরণের জন্য) এবং স্বার্থীন অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক শক্তিসহ ৪২০০ বর্গফুট অফিস এলাকাসহ বৃহত্তম হ্যাপার সুবিধা রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ঢাকার আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য এভিয়েশন সম্প্রতি একটি গ্রাউন্ড অ্যালিলেস সংযোজন করেছে যা জীবন বৃক্ষাকারী সব যন্ত্রপাতি দিয়ে সদা প্রস্তুত থাকে প্রশিক্ষিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্যারা- মেডিক্স। মেঘনা এভিয়েশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমানে প্রতিদিন অনেক ফ্লাইট পরিচালনা করছেন তারা। তবে বর্তমানে বেশি ব্যবহার হচ্ছে গোগী আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে। এছাড়া মেগা প্রোজেক্ট



কিভাবে হেলিকপ্টার ভাড়া করবেন

হেলিকপ্টার ভাড়া নিতে হলে যাত্রা ও গন্তব্যের স্থান, যাত্রীদের পরিচয় ইত্যাদি উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। বিদেশ যাত্রীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিতে হবে। এছাড়া হেলিকপ্টার যেখানে নামবে সেখানে যাত্রীর নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে তাকে আগেই ওই থানায় যোগাযোগ করতে হবে। বুকিং প্যাওয়ার পর যাত্রীর তথ্য নিয়ে হেলিকপ্টার কোম্পনিগুলো সিভিল এভিয়েশনের কাছে উজ্জ্যনের আবেদন করে। সাধারণ যাত্রায় উজ্জ্যনের ২৪ ঘণ্টা আগে আবেদন করতে হয়।

এলাকা যেমন- পায়রা বন্দর, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, সিঁশরদীর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রত্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে যেতে হেলিকপ্টারের ব্যবহার বেশ হচ্ছে। ব্যবসায়িক ভিজিট ছাড়াও রাজধানীকেন্দ্রিক যোরাঘুরিতে অনেকে হেলিকপ্টার ব্যবহার করছেন। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি টুরের প্যাকেজ আছে। কক্সবাজার যেতেও অনেকে হেলিকপ্টার ব্যবহার করছেন। শুধু দিন নয়, রাতেও হেলিকপ্টারের ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি আছে তাদের। প্রায় রাতেই রাজশাহী, সিলেট, যশোর, কক্সবাজার কুটে যাতায়াত করে মেঘনা এভিয়েশনের হেলিকপ্টার। তবে তাদের হেলিকপ্টার সার্ভিস এখন জরুরি সেবা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জরুরি মেডিকেল সেবা, টুরিস্টদের যোরাঘুরি, করপোরেট ভিজিটের জন্য এর ব্যবহার হচ্ছে বেশি। ◆



ভেলা ভাসান মেলা

■ ইমরান উজ-জামান
ক্ষণে থাকে আসমানেতে,
বাবা ক্ষণে থাকে জমিনেতে।
এক পলকে সওয়ার করে
সারাটি জাহান।
দুইকুলে সুলতান ভাস্তুরি
দুইকুলে সুলতান।

মাইকে গান বাজছে। গফুর হালির লেখা গান, গলা শুনেই বোৱা যাচ্ছে গেয়েছেন শরিফ উদ্দিন। এই সময়ের আবেগি এবং ভক্তিপূর্ণ গানের সম্মাট শরিফ উদ্দিন। একটা মেলায় বা পার্বণে তিনটা বিষয় থাকে, প্রথমত-জনসমাগম। দ্বিতীয়ত-কালার বা চর্মচক্ষে দেখা। তৃতীয়ত-টিউন বা শ্রবণ তাল। মনাই ফকিরের দরগায় প্রবেশ মুখেই শ্রবণেন্দ্রিয় জানান দিয়ে যায় মেলার টিউনের বিষয়ে।

মনাই ফকিরের দরগায় বসেছে ভক্ত-আশেক কুলের মেলা। প্রধান সড়ক থেকে দরগা মুখ থেকেই মানুষের ভিড়। একটা বিষয় লক্ষণীয় এতে ভিড়ের মধ্যেও কিন্তু ধাক্কাধাকি হচ্ছে না। এই জনসমুদ্রে প্রায় সকলের হাতেই ছাট-বড় পুটিলি। পলিথিনের পুটিলিতে আছে ফল-ফলাদি, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল, ফুল। মাজারসংলগ্ন প্রধান সড়কে মেলা বসেছে। মাজারের গেটের পাশে বসেছে সারি সারি উপস্থোকনের দোকান, সেখানে বিজি হচ্ছে এই সব পলিথিনের গিফট বক্স। দরগা ও কাছাকাছি কিছু স্পেচাসেবক দরগা ধোয়া-মোছার কাজ করছেন।

এক পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন আক্তার হোসেন। আক্তার হোসেন দরগার জিম্মাদার।

দরগার আঙ্গিনায় চলছে ভেলা তৈরির কাজ। খুব সকালে বাগান থেকে বেঞ্জেড় সংখ্যায় কলাগাছ কেটে আনা হচ্ছে, সাতটি। গাছের গুঁড়গুলো সমান করে কেটে বাঁশের কঢ়ি দিয়ে একসঙ্গে লাগিয়ে ঘরের ভিত্তি তৈরি করা হয়। তার ওপর বাঁশের কঢ়ির বেড়া দিয়ে তার ওপর কলাগাছের খোল ও কাগজ দিয়ে মোড়ানো হয়। সব শেষে রঙিন কাগজ কেটে বেড়া সজ্জিত করা হয়। তার সঙ্গে বেলুন, ঝালুর, চুমকি, রঙিন ফিতা ব্যবহার করা হয় ভেলা সাজাতে।

চালাখরের ওপর ছুড়ায় লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি রঙের ত্রিকোণ পতাকায় এবং কোথাও চাঁদ তারায় সাজিয়ে জলযানের রূপ দেওয়া হয়। যাকে ভেলা বলা হয়, কোথাও আবার বেইড়া, বেরুয়া, বৈরা, ভেরো বলা হয়। মূল শব্দ ‘ভেলা’র আক্ষণিক উচ্চারণে মুঙ্গীগঞ্জ, নরসিংহদীতে ‘বেরা’ বলা হচ্ছে থাকে। ভেলা তৈরির পাশাপাশি চলে খিচিরি রান্নার কাজ। সারি সারি বড় হাড়িতে চলে খিচুড়ি রান্নার কাজ। এই খিচুরিতে কোনো রকমের আমিষ থাকে না, এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এর একটা কারণ মনে হয়, এই আয়োজনে সকল ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি।

বেরা বানানো সম্পন্ন হতে হতে জোহর পার হয়। লোকধর্মের আবরণে লৌকিক আচার সমূক্ষ ‘ভেলা ভাসান’ উৎসবটি বছরের নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে থাকে। উৎসবে খোয়াজ খিজিরের পাশাপাশি গঙ্গাদেবীও পূজিত হন। কোথাও খোয়াজ খিজির এককভাবে, কোথাও পীর ফকিরদের সাথে একত্রে, কোথাও আবার তার অনুপস্থিতিতেই উৎসব হয়।

ভেলা সাজানো সম্পন্ন হলে নারকেল, দুধ, কলা, মিষ্ঠি, ধান, দুর্বা, নানা ধরনের ফল, ফুল, শিক্কি,



ভেলা সাজানো সম্পন্ন হলে
নারকেল, দুধ, কলা, মিষ্ঠি, ধান,
দুর্বা, নানা ধরনের ফল, ফুল,
শিক্কি, জোড়া কবুতর, খিচুরি,
পায়েশ রাখা হয় ভেলায়।
আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপ
জল ও সিঁদুর দিয়ে ভক্তির শেষ
আচর টানা হয় ভেলায়। সন্ধ্যার
পর ভেলা নিয়ে যাওয়া নদীর
পাড়ে, দম-দম আর খিজির
পীরের নামে নদীতে ভাসানো হয়
ভেলা। ঢাকার আশপাশের প্রায়
সব জেলাতেই ভেলা ভাসানি
হচ্ছে থাকে। রাজধানীর মিরপুর,
খিলক্ষেত্র, উত্তরখান, ঢাকার
কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ,
কোলাকোপাড়া, আগলা গ্রামে ভেলা ভাসানো হচ্ছে।

জোড়া কবুতর, খিচুরি, পায়েশ রাখা হয় ভেলায়।
আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপ জল ও সিঁদুর দিয়ে
ভক্তির শেষ আচর টানা হয় ভেলায়। সন্ধ্যার পর
ভেলা নিয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে, দম-দম আর খিজির
পীরের নামে নদীতে ভাসানো হচ্ছে।
ঢাকার আশপাশের প্রায় সব জেলাতেই ভেলা

ভাসানি হচ্ছে থাকে। রাজধানীর মিরপুর, খিলক্ষেত্র, উত্তরখান, ঢাকার কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, কোলাকোপাড়া, আগলা গ্রামে ভেলা ভাসানো হচ্ছে।

বিক্রমপুরের সর্বত্র ভেলা বাসানো হচ্ছে, যার মধ্যে সিরাজিদ্বানের কদম আলী মস্তানের মাজারে হচ্ছে বড় ভেলা ভাসানি এবং বড়শিকারপুর গ্রামে ‘নিমু চাঁচ শাহ?’র দরগার ভেলা ভাসানি। এছাড়া শহরের মোকারপুরের মনাই পাগলের মাজারে, জোসনা চিশতির মাজারে বুড়ি ভাদুরিতে ভেলা ভাসানি হচ্ছে থাকে। তবে দেশের সবচেয়ে বড় ভেলা ভাসানি হচ্ছে চাঁদপুরের বেলতলির লেংটার মাজারে। লেংটার মাজারের দুই গদিনশীল ভাদ্রের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহস্পতিবার ভেলা ভাসিয়ে থাকেন।

‘হিন্দু সম্পন্নায় আধার-শ্রাবণে নতুন জলের

জোয়ারের পানিতে: ভাদ্রের শেষে নদীর জলের

মৌন শেষ হচ্ছে গেলে, সে সময় আগমনী বছরের

জোয়ার আর মঙ্গল কামনায় মহাদেবের/শিবের নামে

ভেলা ভাসায়। তবে কি একই অনুষ্ঠান খোয়াজ

খিজিরের নামে হচ্ছে?’

‘যেই মহাদেব সেই খোয়াজ খিজির।’ ভেলা ভাসানো হবে মধ্যরাতে।

লোকায়ত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ভেলা ভাসানো খোয়াজ-কেন্দ্রিক হলেও কোথাও কোথাও তিনি এককভাবে পূজিত হন না; এমনকি কোথাও কোথাও এবং তিনি অনুক্তও থাকেন। ঢাকার মুঙ্গীগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু মেয়েদের ব্রতাচারধর্মী পারিবারিক ভেলা ভাসান উৎসবটি গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে উদয়াপিত হচ্ছে। কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া পশ্চিমবাড়িতে যে ভেলা উৎসব হচ্ছে, সেখানেও খোয়াজ অনুপস্থিতি; যদিও অনুষ্ঠানটির নাম ‘জিন্দপীর’ ও পরাণ ফকিরের ভেলা উৎসব। এখানে যাদের স্মরণ করা হচ্ছে তাদের প্রথমজন হলেন আদ্যাশক্তি এবং অপর চারজন ফকির।



সারা আবর জাহানও ভারতবর্ষে জুড়ে হজরত খিজিরক (আ.) নিয়ে প্রবল উৎসুক্য বিদম্বন। এমনকি বাংলাদেশেও হজরত খিজির (আ.) বহুল আলোচিত এক নাম। মুসলমানরা তাকে একজন নবী হিসেবে পরম ভক্তি ও শুদ্ধির চোখে দেখে থাকেন। ড. এমএ রহিমের লেখা ‘বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস’ গ্রন্থের ২৪৬ নং পৃষ্ঠায় আছে, ‘নবাব মুশর্দিকুলী খান বিরাট আড়ারের সাথে এই উৎসব পালন করতেন। কলাগাছ এবং বাঁশের তৈরী নোকা সাজান এবং তড়ুপরি কাগজ নির্মিত গৃহ ও মসজিদ ইত্যাদি ছিল ‘বেরা’ উৎসবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। মুশর্দিকুলী খান ৩০০ ঘন ফুট আকারের একটি নোকা নির্মাণ করেন এবং এর ওপর তিনি ঘর ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে জাহাজটি আলোকসজ্জিত করে নদীতে ভাসান। জাহাজের আলোক-মালা বহুদূর থেকে দেখা যেত। এই উপলক্ষে আতশবাজির প্রদর্শনীও থাকতো। ‘বেরা’ উৎসবটি বাংলা ভদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিনে উদয়াপিত হতো। বহু মুসলমান এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো। নবাব মুকাররম খান কর্তৃক ঢাকায় ১৬২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে এই উৎসবটি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল। কেপি সেন, বাংলার ইতিহাস (নবাবি আমল) গ্রন্থের ৭১ নং পৃষ্ঠায় একই রকম তথ্য দিয়েছেন।

ঢাকার ‘বেরা’ উৎসব ছিল মোঘল আমলের এক বিশেষ অনুষ্ঠান। পরে এটি ভেলো ভাসানো উৎসব নামেই সবার কাছে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া পীর বদর আউলিয়া ও এই দেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমানভাবে পূজিত। ইফতাখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত, বাংলাদেশ জাতীয় জানুয়ার কর্তৃক ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত- ‘ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও স্থানবন্ধন’ শীর্ষক গ্রন্থের ৮৩০-৮৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত হিন্দু-মুসলিম সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান জাতীয় কর্তৃক নৌকিক দেবদেবীর পূজা উভয় সম্প্রদায়ের



মধ্যে প্রচলিত, যা দানীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহায়ক ছিল। এ রকম একজন দেবতা হচ্ছেন ‘বদর’, যাকে নদীর অধিষ্ঠাত্রী তথা রক্ষক দেবতা হিসেবে নদীমাত্রক বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক দিন পূজা করত। তবে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীর (যারা নদীভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত) মানুষের মধ্যে এটির প্রচলন ছিল বেশি।’ দানী- পৃষ্ঠা নং-৬৩।
পরিচিত জায়গার মধ্যে দক্ষিণ দনিয়ার, নূরপুরে ফকির বাড়িতে, গাজীপুরে বিশ্ব আজমিরি পাক দরবার শরিফে ‘খাজা আমির আলী চিশতী আল-রংপুর’র দরগায়, মুঙ্গজগ্নে বালিগাঁওয়ের গোপিনপুড় গ্রামে বেপারী বাড়িতে ‘আবদুল মজিদ

ফকিরের’ দরগায় ভেলা ভাসান হয়। কোথাও কোথাও এই গানটি গাওয়া হয়-
কলার ভেলায় ঘর বাদিলাম
সেই ঘরেতে বাতি দিলাম
নকুল, বাতাসা, সবারি কলা, আরও কলার থোর
সেই না ভেলায় দিলাম আমি, বাবার নামে জোড়া
কইতো ।।
বাবা আর খোয়াজ খিজির
একই সাথে করে জিকির
ইছামতি নদীর নিচে, করেন খেলা মিছামিছি।
গঙ্গী মায়ের দাওয়াত পেয়ে
গেছেন তার উজান বেয়ে
সেই দাওয়াতে দরবেশ ফকির

গরিব দৃঢ়ী সবাই হাজির
আনন্দেরই এমন দিনে, করে সবাই চেচামাটি ।।
এক সখী দুইও গো সখী
সখী পাঞ্চ জনে রে
ধান-দূর্বা মাঘত যায় গো
বাবা খোয়াজ খিজিরের নামে রে ।
ধান দিবাইন চাউল দিবাইন
আর বা দিবাইন কি রে
খোয়াজ খিজিরের শিল্পি দিবাইন
দেরির আছে কি রে ।
ডাইলি দিবাইন চাইলি গো দিবাইন
আর বা দিবাইন কি রে
খোয়াজ খিজিরের শিল্পি দিবাইন
দেরির আছে কি রে ।
দুন্ধ দিবাইন কলা গো দিবাইন
আর বা দিবাইন কি রে
খোয়াজ খিজিরের শিল্পি দিবাইন
দেরির আছে কি রে ।

খোয়াজ খিজির সম্পর্কে দুইটি মত রয়েছে । প্রথমত-
আল্লাহ তার বান্দাদের রক্ষা করার জন্য খোয়াজ
খিজির নামে একজন ফেরেশতাকে পানির মধ্যে সব
সময়ের জন্যে মোতাবেন রেখেছেন । মুসলমানরা
পানিতে কোনো বিপদে পড়লে তাকে বা আল্লাহকে
আবণ করলে সে এসে তাদের রক্ষা করবে ।
দ্বিতীয়ত, খোয়াজ খিজির একজন অসামান্য পণ্ডিত
বাঙ্গি যার জান নবীদের চেয়েও বেশি । একবার মুসা
নবীকে তার শিশ্যরা জিজেস করছিল যে, পৃথিবীতে
সব চেয়ে জানী ব্যক্তি কে? মুসা আ, তার জানের
অহঙ্কার করে বলেছিলেন, আমিই সব থেকে জানী ।
আল্লাহ এ কথা শুনে মুসার ওপর রঞ্জ হয়ে বলেছিল,
হে মুসা, তুমি সবচেয়ে জানী নও । তোমার চেয়েও
জানী ব্যক্তি আছে, তুমি ওমুক জায়গায় যাও, তার
দেখা পাবে । সেই ব্যক্তিটির নাম খোয়াজ খিজির ।
মুসা নবী তখন তার কাছে গেল এবং বললেন যে,
আল্লাহ বলেছেন তুমি এ পৃথিবীতে সবচেয়ে জানী,
আমি তোমার কাছ থেকে জান আহরণ করতে
এসেছি । খোয়াজ খিজির বললেন যে, ঠিক আছে,
চলো আমার সাথে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করতে পারবে
না । যদি প্রশ্ন করো তবে তোমাকে বিদায় করে
দেবো । তারা দুজন খোয়াট থেকে নৌকা নিয়ে
নদীপথে যেতে শুরু করল । কিছুদুর গিয়ে খোয়াজ
খিজির নৌকাটা ফুটো করে নৌকা থেকে নেমে
পড়লো । তা দেখে মুসা আ, এর খুব বাগ হলো, মনে
মনে ভাবলো একটা গরিব মানুষের নৌকা এভাবে
বিনা কারণে ফুটো করে দিয়ে খোয়াজ খিজির খৰ
অন্যায় করেছে । মুসা অতিশয় রাগবশতঃ শর্তের
কথা ভুলে গিয়ে জিজেস করলো, আপনি নতুন
নৌকাটা ফটো করলেন কেন? খোয়াজ খিজির তার
উত্তর না দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে বললেন, আপনি শর্ত
ভাঙলেন কেন? মুসা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে
নিলেন ।
কিছুদুর গিয়ে তারা দেখতে পেলেন একটা বাড়ির
দেয়াল কাত হয়ে রয়েছে, যে কোনো সময় পড়ে
যেতে পারে । খোয়াজ খিজির তখন স্বত্ত্বগোদিত
হয়ে দেয়ালটাকে খাড়া করে দিলেন । বিপরীত এই
কর্মটি দেখে মুসা আ, এবার আশৰ্চ হয়ে আবারো
শর্তের কথা ভুলে গিয়ে জিজেস করলেন, একটু
আগে একটা গরিব লোকের নতুন নৌকা ফুটো করে
তার সর্বনাশ করলেন, আর এবার একজনের প্রতি
দয়ার রূপ দেখালেন, এর মাহাত্মা কী? খোয়াজ
খিজির এবার তাকে পুনরায় প্রশ্ন করায় আরও ক্ষিণ্ঠ
হয়ে উঠলেন এবং বললেন, আর একটা প্রশ্ন করলেন
আপনাকে বিদায় করে দেব ।
মুসা আ, কিন্তু তৃতীয় একটি ঘটনায় আবারও



কৌতুহল বশে খোয়াজ খিজিরকে প্রশ্ন করে
বসলেন । খোয়াজ খিজির তখন মুসাকে বিদায় করে
দিলেন । বিদায় করার আগে অবশ্য প্রশ্নগুলোর উত্তর
জানিয়ে দিলেন ।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, এখানকার সন্তুষ্ট ফেরাউন
খুবই শ্রেবাচারী । নতুন নৌকা দেখলে তার সৈন্যরা
নৌকাটা নিয়ে নিতো বলে নৌকাটা ফুটো করে
দিয়েছিল । যার নৌকা সে পরে ফুটোটা মেরামত
করে নিতে পারবে ।

দ্বিতীয় ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই বাড়িতে
একটা নাবালক ছেলে বাস করে যার পক্ষে বাড়িটা
মেরামত করা স্বত্ব নয়, তাই আমি মেরামত করে
দিয়েছি ।

এই হলো খোয়াজ খিজিরের গল্প যা পৌরাণিক গল্প
বৈ-ন্যায় । কিন্তু এই গল্পকেই আজো ভাবতের
লালবাগের মুসলমানদের ব্যাপক অংশই সত্য বলে
বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে যে, যদি বেরা ভাসান
কোনোদিন বন্ধ হয়ে যায় তবে লালবাগ নদী ভাঙ্গনের
কবলে পড়বে এবং হাজার দুয়ারি, ইয়ামবারা প্রভৃতি
ঐতিহাসিক সৌধগুলো ভাগিগর্থীর গর্ভে বিলীন হয়ে
যাবে । এই বিশ্বাস পোষণ করে বোধ হয় ওই

অঞ্চলের অমুসলিমরাও অনেকেই ।

আমি এই না নিলাম খোয়াজ খিজির
নিলাম তোমার নাম ।

তোমার নামে সেজদা দিয়া

বাস্তি ভাসাইলাম ।

ওকি না রে ॥

আছো তুমি পানির তেতর
পানিতে লুকাই ।

তেলে সিন্ধুর দিয়া তোমার
নাম যে জপিলাপ ।

ওকি না আর রে ॥

সেই না তুমি পানির নবী

আবে হায়াৎ খাইছো

তোমার স্বভাব তোমার ভক্ত
কতনা রঞ্জাইছো ।

ওকি না রে ॥

বালা মুছিবতের থেকে

কি রক্ষা করো নবী

আল্লা রসুলের দোহাই

দয়াল তোমার ছবি ।

তপন-দুলার গায়ের

তুমি সঙ্গের সাথী

তোমার নামে ভাসাইলাম

এই না মোমের বাস্তি ।

এটা কিন্তু সেলিম আল দীনের লেখা গান ।

নানা সময়ে খিজির পীরকে নিয়ে গীত বচিত

হয়েছে । গীত ছাড়াও খিজির পীরকে নিয়ে লোক

সংস্কৃতিতে রয়েছে কিংবদন্তি । লোককথার

উপস্থাপিত হয়েছে পানির মালিক বা রাজা হিসাবে ।

মুসলিমানদের কাছে তিনি পানির পীর হিসাবেও

স্মীকৃত ।

জনশ্রতি আছে, পানির নিচে যে জগত রয়েছে,

খোয়াজ খিজির সেই জগতের শাসক, একচেত্রে

অধিগতি । তার বয়েছে অলৌকিক সব ক্ষমতা ।

খোয়াজ খিজিরের অলৌকিক সব ক্ষমতা নিয়ে

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে নানা কিংবদন্তি । বলা

হয়ে থাকে, খোয়াজ খিজির শুধু পানির নিচের

সন্তুজের শাসকই নয়, একই সাথে তিনি পানির

নিচে থাকা যাবতীয় ধনসম্পদেরও মালিক । প্রচলিত

আছে, কোনো অভাবী লোক অর্থকষ্টে পড়ে কোনো

দীর্ঘ বা জলাশয়ের তীরে গিয়ে খোয়াজ খিজিরের

কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, তিনি সাহায্য করতেন ।

খোয়াজ খিজিরকে আবেহায়াতের উৎসমূল হিসাবে

গণ্য করা হয় । তিনি নৌকাড়ুবির হাত থেকে রক্ষা

করেন । আবার সামুদ্রিক বাড়-তুফানের কারণও মনে

করা হয় তাকে । অবশ্য মাঝিমাল্লারা বিশ্বাস করেন

পীর খিজির ভক্তের বিপদ দূর করেন ।

বিশ্বাস করা হয়, নদী বা সমুদ্রের তীর হতে একটানা

চালিশ দিন ধরে নজর রাখলে পীর খোয়াজ খিজিরকে

দেখা যায় ।

মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাব-নায়েব-নাজিমরাও

খোয়াজ খিজিরের ভক্ত ছিলেন । মুকাররম খান, মীর

কাশিমসহ অনেকেই মহাসমারোহে ভদ্র মাসের শেষ

বৃহস্পতিবারে ঢাকার বৃত্তিগঙ্গায় এবং মুর্শিদাবাদের

ভাগিগর্থী নদীতে ভেলা ভাসিয়েছেনে বলে জানা

যায় ।

তবে মুসীগঞ্জের রহিম ভরসার বাড়িতে ভেলা

ভাসানিতে হিন্দুদের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখেছি ।

জেনেছি, হিন্দুর মা গঙ্গার আরাধনা হিসেবে ভেলা

ভাসানতে অংশ নেন ।

লেখক: সাংবাদিক ও পরিব্রাজক ◆

Experience Kaptai Lake

a new way to visit Rangamati

কুমিল্লা



*Stay on the luxury houseboat & enjoy fabulous cruising on
Kaptai Lake*

Overnight Cruise

2Day-1Night Cruising by

Luxury Houseboat
SHOPNODINGI

7500 BDT/Per Person

*Stay Cabin with all meals
*Twin Share basis

Facilities

Couple Bedded Cabin
Attached Bathroom
Wooden House Boat
Rooftop Lounge
Bar-B-Q Corner
Open deck
All meals
Guided trip

Visiting Spots

Suvolong
Polwell Park
Hanging Bridge
Local Hat
Buddhist Bihar
Arranok
Kayaking on Borgi Lake



go river-go green
www.riverandgreen.com

Contact for Reservation

+880 1979 224 593
+880 1708 427 790
+880 1970 004 447

জার্মানির রাইনে নৌবিহার

পর্যটন গুরুত্ব

■ প্রকৌশলী জেবি বড়োয়া

২০০০ সালের ১২ অক্টোবরের অপরাহ্নে জেনেভা থেকে ট্রেনে আমরা (আমি ও আমার স্ত্রী) জার্মানির বন শহরে পৌঁছি। তারপর ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে পরপর জার্মানির তিনটি বিখ্যাত শহর দেখি-বিঠোফেনের শহর বন, যা ক্যাদিন আগেও ছিল বিভিন্ন জার্মানির পশ্চিমাংশের রাজধানী; ক্যাথিড্রাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর কোলন ও সারা বিশ্বের প্রসাধন প্রেমীদের প্রিয়তম প্রসাধনী ‘অডি কোলন’র জন্মস্থান এবং জার্মানির সবচেয়ে বর্ণাত্য ও দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ফ্রাঙ্কফুর্ট।

এসব শহরগুলিতে যাবার পথে ট্রেন থেকে এবং শহরগুলিতে ঘোরাঘুরির সময় সড়কের পাশে দূর থেকে সুন্দরী রাইনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে।

তখনই মন আকুল হয়েছে তাকে আরও কাছে নিবিড় করে পেতে। খবর নিয়ে জনলাম, বন বা কোলন থেকে রাইন ভ্রমণের জন্য অনেকগুলি সংস্থা ‘রাইন রিভার ক্রুজ’ পরিচালনা করে। তারই সূত্র থেকে ১৬ অক্টোবর সকালে বনে এসে নদীবন্দর এলাকায় রিভার-ক্রুজ পরিচালনাকারী নামকরা সংস্থা ‘কেডি রাইন’ অফিসে আসি। তাদের বয়েছে কয়েক ঘণ্টা থেকে শুরু করে কয়েকদিনের ট্যুরের নানা ধরনের প্যাকেজ। শুধু সময় ও পার্সের সামর্থ্য অনুযায়ী টিকিট কেটে বিলাসবহুল ক্রুজশিপে উঠে পড়া। আমরা ৬ ঘণ্টা ট্যুরের একটা প্যাকেজ নিলাম- বন থেকে ‘কোবলেঞ্জ’ হয়ে ‘রিমাগন’ পর্যন্ত। দুপুরের লাখ্য ও অপরাহ্নের চা ট্যুর প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত।

রাইন ও দানিয়ুব ইউরোপের দুই বিখ্যাত নদী। এক



সময় এই দুই নদী রোমান সামাজের সীমানা নির্ধারিত করত। বর্তমানে এটি শুধু রাইন ক্রুজকারীদের পুরানো দিনের ঐতিহাসিক নির্দশন দেখার অবলম্বন নয়, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য ও মালমাল পরিহনের প্রধান মৌলিক ধারায় সৃষ্টি কনস্টাপ্স হুদ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির সীমানা এবং পরে জার্মানি ও ফ্রান্সের সীমানা নির্দেশ করে এক সময় জার্মানির ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর নেদারল্যান্ডের মধ্য দিয়ে ১৩০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা শেষ করে উভের সাগরে মিলিত হয়। এই ১৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে জার্মানির সীমানা ও ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছে ৮৫০ কিলোমিটার।

জার্মানির ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি ও শিল্প-সংস্কৃতিতে এই রাইন নদীর প্রভাব অপরিসীম। জার্মানির অনেক বিখ্যাত শহর রাইন নদীর তীরে অবস্থিত, তার মধ্যে মেইনজ, বিংগেন, গোটেনবার্গ, কোবলেঞ্জ, বন ও কোলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই নদীর তীরে রয়েছে আরও ছোট-বড় অনেক শহর।

বেলা ১১টায় আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ক্রুজশিপে উঠি। আমরা দেওতলার ডেকে উঠে বসি। সাথে আরও বহু বিদেশি ভ্রমণার্থী। তবে আমরা ছাড়া আর সকলই সাদা চামড়ার যাত্রী বলে জাহাজের ক্রু, ক্যাটেন থেকে শুরু করে সকলের বিশেষ খাতির ছিল আমাদের প্রতি। বিশেষ করে শাড়ি পরা আমার স্ত্রী ছিল তাদের অন্যতম দ্রষ্টব্য। যাত্রা শুরুর আগে





গাইড ফ্রান্স ও ইংরেজিতে আমাদেও ক্রুজ সম্পর্কে একটা ধারণা দেয় এবং আমাদের করণীয় ও অকরণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়।

অল্লিঙ্গের মধ্যেই যাত্রা শুরু হয়। শিপ উজানে এগোতে থাকে। দুপাশে ছোট বড় পাহাড়, কোনো কোনো পাহাড় বেশ উঁচু। নদীর দুই পাড়ের পাহাড়গুলির অবগুণ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপের জন্য রাইন নদীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাই এই রাইন ভ্রমণে প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে আসে অগণিত পর্যটক। ইউরোপের প্রধান ও আকরণীয় ধূতু ‘আটাম’ বা শরৎ। এই সময়ে নামে পর্যটকদের ঢল।

আমাদের জাহাজ পূর্বতীর যেঁমে চলতে থাকে। এই তীরেই বেশি পাহাড় আর অরণ্য। পাহাড়ের

বক্ষরাজি বা অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখি নানা রঙে রঞ্জিত বক্ষের একটির পর একটি প্রাকৃতিক বাগান।

বক্ষের রঙ কোথাও হালকা

সবুজ, কোথাও ঘন সবুজ, কোথাও হালকা হলুদ বা ঘন হলুদ, কোথাও পিঙ্ক, কোথাও মেরুন। যেন সব আমাদের কৃষ্ণচূড়া পলাশের মতো রঙিন ফুলের গাছ; যেন কোনো শিশীর তুলিতে আঁকা দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ক্যানভাস। আসল ঘটনা হচ্ছে আটামের এই সময়ে গাছের পাতা পাকতে শুরু করে এবং এক সময় সম্পূর্ণ পেকে ঝারে যায়। যেহেতু সব গাছের পাতা একই সময়ে পাকে না, তাই পাকার তারতম্যে এমন দেখায়। এক একটা অংশে এক এক বর্ণের সমারোহ। প্রকৃতির এমন সৃষ্টি দর্শককে বাক-রহিত করে। মনে হলো আজ যে দৃশ্য দেখছি, মনের

ক্যনভাস থেকে তা কোনোদিন মিলিয়ে যাবে না। আবার এই বর্ণিল গাছপালা বা অরণ্যের ফাঁকে পাহাড়ের চূড়ায় বা ঢালে মাঝে মাঝে দেখি বড় বড় ক্যাসল বা দুর্গ। কোনো কোনো ক্যাসল ৭০০/৮০০ বছরের প্রাচীন। কালের সাক্ষী এই ক্যাসলগুলি ধিরে সৃষ্টি হয়েছে নানা কল্প-কাহিনি ও মিথ। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখি ইতিহাসের উত্থান-

পতনের সাক্ষী এই ক্যাসলগুলি। দূর থেকে দেখেও বিস্মিত হই কোনো কোনো ক্যাসলের অনুপম গথিক স্থাপত্যকর্ম।

এক সময় আমাদের দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবার ছিল খুবই উপভোগ্য। আমরা রাইনের যে অংশে ভ্রমণ করছি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সে অংশটিকে বলা হয় ‘রোমান্টিক রাইন’। তাছাড়া এই অংশে এবং এর আগে পিছে নদীর দুপাড়ে পাহাড়ের ঢালে রয়েছে বহু দ্রাক্ষাক্ষেত্র বা আঙ্গুরের বাগান।

পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে আঙ্গুরের ক্ষেত্রগুলি খুব দৃষ্টিন্দন। এই আঙ্গুর থেকে জার্মানির বিখ্যাত বিয়ার তেরি হয়।

বন ছেড়ে কিছুদুর আসার পর আমাদের বামে পড়ে প্রথম বড় শহর ‘কোনিগবিট্টার’, তারপর একে একে ‘বাদ হোমেফ’, ‘উক্সেল’ ও ‘লিঙ্গ’। লিঙ্গ একটি অতি প্রাচীন শহর, ‘লিঙ্গ ক্যাসেল’র জন্য বিখ্যাত। প্রায় চার ঘণ্টা চলার পর ‘বাদ হোমিনগেন’ শহরকে বামে রেখে আমাদের ক্রুজশিপ দ্বিতীয় পাল্টায়, আমরা

আবার উল্টোদিকে রওনা দিই। এবার জাহাজ বাম তথা পশ্চিম তীর যেঁমে চলতে থাকে। এপাশে পাহাড় কম, মাঝে মাঝে উচ্চভূমিতে হোট ছোট শহর গ্রাম। আমরা জাহাজের ডেকে বসে দাঁড়িয়ে ক্রান্তিহিন্দাবে উপভোগ করছি দুপাশের নদী তীরের দৃশ্য। ভাবি এ দেখা যেন শেষ না হয়। পথে আমরা আরও দুটি বড় শহর অতিক্রম করে বিকাল পাঁচটায় রিমাগন শহরে পৌঁছি। ঘাটে জাহাজ ভিড়ে। এখানে আমাদের অবিস্মরণীয় নৌবিহারের সমাপ্তি। জাহাজ থেকে নেমে রাইনকে বিদায় জানাই। তারপর সহযাত্বাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

লেখক: গবেষক ও পরিব্রাজক (অব. সরকারি কর্মকর্তা) ◆

মরুভূমিতে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ

অ্যাডভেঞ্চাৰ

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

মরুভূমিতে সাফারি কষ্টকর হলেও আপনি যদি হন অ্যাডভেঞ্চাৰপ্ৰেমী, তাহলে একবাৰ চেষ্টা কৰতেই পাৰেন। ইুটি কাটানোৰ কথা ভাবলেই আমোৱা সাধাৰণত সমন্বয় ও পাহাড়ে যাওয়াৰ চিন্তা কৰি।

মরুভূমিতেও যে বেড়াতে যাওয়া যায়, দেশিৰভাগ সময়ই তা মাথায় আসে না। চমকপ্ৰদ প্ৰাকৃতিক ভূচিত্ৰের মরুভূমিও যে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকৰ হতে পাৰে তা আমোৱা প্ৰায়ই ভালো যাই। মরুভূমিতে সাফ-াৰি কষ্টকৰ হলেও আপনি যদি হন

অ্যাডভেঞ্চাৰপ্ৰেমী, তাহলে একবাৰ চেষ্টা কৰতেই পাৰেন। তাই সামনেৰ ছুটিতে বেড়ানোৰ পৰিকল্পনা কৰাব সময় বিবেচনা কৰতে পাৰেন এই ৫ মরুভূমিৰ কথাও।

সাহারা মরুভূমি

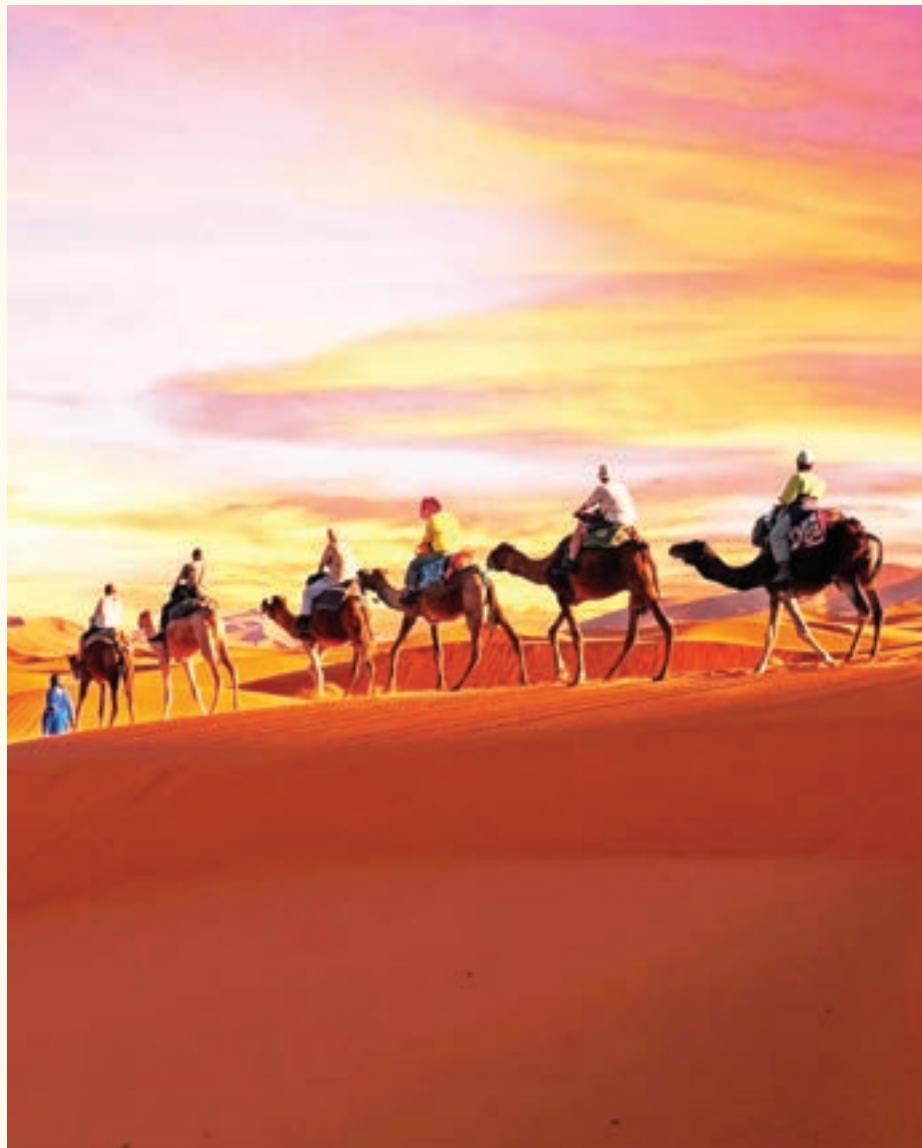
মরুভূমিৰ কথা ভাবলে স্মৃত সাহারা মরুভূমিৰ নামই মনে আসে প্ৰথমে। মনে রাখতে হবে, এটি বিশ্বেৰ উষ্ণতম মরুভূমি। তাই বসন্ত বা শৰৎকালে যখন আৰহাওয়া কিছুটা সহনীয় পৰ্যায়ে থাকে তখন সাহারা মরুভূমিতে যাওয়াৰ পৰিকল্পনা কৰাই ভালো।

মরুভূমিৰ সাফারিতে বালিৰ ঢিলাৰ উপৰ দিয়ে গাড়ি চালানোৰ সময় যেকোনো মুহূৰ্তে গাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে বলে মনে হতে পাৰে! তবে এটি কিন্তু অ্যাডভেঞ্চাৰেৰ আনন্দ দেবে আপনাকে। তাপমাত্ৰা কিছুটা অপীতিকৰ অনুভূতি দিলেও জায়গাটি

আপনাকে মুঢ়ি কৰবে।

গোবি মরুভূমি

মঙ্গোলিয়ান গোবি মরুভূমি এশিয়াৰ বৃহত্তম মরুভূমি। আপনার পৱনতী চীন ভ্ৰমণেৰ অংশ হতে পাৰে এটি। গোবি মরুভূমি অন্য মরুভূমিৰ চেয়ে একুট আলাদা। কাৰণ এটি তুলনামূলক কম বালুকাময় এবং পাথৰেই বেশি ঢাকা। গোবি মরুভূমিতে ৩৩টি ছেট মরুভূমি রয়েছে, যাৰ প্ৰতিটি নিজস্ব নিখুঁত প্ৰাকৃতিক





ଭୂଚିତ୍ରେ ଜନ୍ୟ ପରିଚିତ । ସେଥାନେ ଗେଲେ ‘ଗାଲବିନ ଗୋବି’ ମରଭୂମି ଦର୍ଶନ ନା କରିଲେଇ ନୟ । ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହେର ମତୋ ଲାଲ ମାଟି ଆର ଉଟ ଆପନାର ଭରମଣେର ଆଗହକେ ପରିତୃଷ୍ଟ କରିବେ ।

ଥର ମରଭୂମି

ଖୁବ ବେଶ ଦୂର ଭରମଣ କରିବାକୁ ଚାନ ନା କିନ୍ତୁ ମରଭୂମିତେ ଛୁଟି କାଟାନେର ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାନ ? ତାହଲେ ଥର ମରଭୂମି ହତେ ପାରେ ଆପନାର ଜନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାୟଗା । ଏହି ଭାରତୀୟ ମରଭୂମି ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଡର, ତାଇ ବଲେ ଏଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲେ ବିରତ ଥାକବେନ ନା ଯେଣ ! ଏ ମରଭୂମିତେ ଭରମଣ ଆପନାକେ କେବଳ ମରଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟେ ମଧ୍ୟେଇ ଆଟକେ ରାଖିବେ ନା, ସେଥାନକାର ବିରଳ ନୀଳଗାଇ ଏବଂ ରାଜଖାଲୀ ସଂକ୍ଷତି ଅବଲୋକନ କରାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ । ପାହାଡ଼, ଉଟ, ବାଲିର ଟିଲା ଏବଂ ଆରାଓ ନାନା କିଛୁର ସମ୍ପିଲନେ ଥର ମରଭୂମି ଭରମଣ ଆପନାକେ ବେଶ ଅୟାଭଦ୍ରେଷ୍ଠଗରେର ଅନୁଭୂତି ଦେବେ । ଏଜନ୍ୟ ୧ ଦିନେର ଭରମଣେ ନା ଏସେ ଅନ୍ତତ ନାହାନ୍ତି ଦିନ ସମୟ ହାତେ ରେଖେ ଘୋରାର ପରିକଳ୍ପନା କରା ଯେତେ ପାରେ ।

କାଳୋ ସାଦା ମରଭୂମି

ଆପନି ଯଦି ମିଶରେ ଯାନ ତାହଲେ ର୍ଲ୍ୟାକ ଅୟାଦ ହୋଯାଇଟ ବା କାଳୋ ସାଦା ମରଭୂମିତେ ଯାଓଯାର ସୁଯୋଗ ହାତଛାଡ଼ା କରି ଏକେବାରେଇ ଉଚ୍ଚିତ ହବେ ନା । ନାମେର ମତୋଇ ମରଭୂମିର କିଛୁ ଅଂଶ କାଳୋ ବାଲୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସାଦା ବାଲୁତେ ଥେବା ।

ଜାୟଗାଟିତେ ଦେଖା ଯାବେ ବହୁ ବହୁ ଆଗେକାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଫିଲ୍ସ, ମାନୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଜିନିସେର ମୂର୍ତ୍ତି । ଫଳେ ଏହି ଯାଦୁଧର ଭରମଣେର ଅଭିଜ୍ଞତାର ମତୋ ମନେ ହତେ ପାରେ ।



ନାମିବ ମରଭୂମି

ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଚମରକାର ନାମିବ ମରଭୂମିକେ ବିଶ୍ୱେର ପ୍ରାଚୀନତମ ମରଭୂମି ମନେ କରା ହେଁ । ଉପକୁଳୀୟ ମରଭୂମି ହୋଇଥାଏ ଏଥାନେ ଆପନାର ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହବେ ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମରଭୂମିର ମତୋ ନୟ । ଏହି ମରଭୂମିତେ ରଯେହେ ହାତିସହ ନାନା ବନ୍ୟାପାଣୀ । ଭାଗ୍ୟବାନ ହଲେ ଫାର

ସିଲେର ଓ ଦେଖା ମିଳିତେ ପାରେ । ଏ ଛାଡ଼ା ମରଭୂମିର ଲାଲ ଟିଲାଗୁଲୋର କଥା ନା ବଲିଲେଇ ନୟ । ଏଗୁଲୋ ୩୫୦ ମିଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ହତେ ପାରେ ।

ସବ ମିଲିଯେ, ନାମିବ ମରଭୂମି ଆପନାକେ ଏମନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବେ ଯା ଅନ୍ୟ କୋନୋ ମରଭୂମି ଥିଲେ ପାବେନ ନା । ◆

এই বর্ষায় যেতে পারেন ৫ জায়গায়

জন্ম গত্তব্দী

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

গতানুগতিক ভ্রমণের জায়গাগুলো বর্ষায় ধারণ করে নতুন এক রূপ। ঢাকার বর্ষার রয়েছে নিজস্ব আমেজ। কিন্তু প্রায়ই তা ছান হয়ে যায় জলাবদ্ধতা আর যানজটের কারণে। তবে যদি ভাবেন শহর থেকে একটু বাইরে বের হবেন, তবে মিলতে পারে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের দেখ।

কোথাও ঘুরতে গেলে ছবি তুলতে বা ভিড়িও করতে আমরা সবাই পছন্দ করি। আমাদের যদি ফিরে দেখার মতো ছবি না থাকে, বিশেষ করে যদি সেসব ছবি ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ারদের সঙ্গে শেয়ার না করি, তবে পুরো ভ্রান্ত মেন অপূর্ণ লাগে!

চলুন জেনে নিই এমন কিছু জায়গার কথা, এই বর্ষায় আপনার ইন্সটাগ্রাম ফিডের আকর্ষণীয় করতে যেখানে তুলতে পারবেন চমৎকার সব ছবি।

বিছানাকান্দি

মেঘালয়ের সেভেন সিস্টার্স থেকে আসা পানির ধারা প্রকৃতিতে অপরপ্রদ্য তৈরি করে বিছানাকান্দিতে। ২ পাশে পাথুরে পথ এক অপার্থিত আবহ এনে দেয়। সিলেটের অন্যান্য অধিষ্ঠানের মতো বিছানাকান্দিও বর্ষাকালে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। মোহনীয় বার্ণের সঙ্গে চমৎকার পানির প্রবাহ শুধু সারাজীবন মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতাই দেবে না, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য অসাধারণ কিছু ছবিও দেবে।

নাফাখুম ঝর্ণা

বান্দরবানে পাহাড়ের গহীনে অবস্থিত নাফাখুম ঝর্ণা। বর্ষাকাল এই ঝর্ণায় যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময়। এই সময়েই ঝর্ণাটি তার পরিপূর্ণ রূপে দেখা দেয়। বৃষ্টির কারণে ঝর্ণার পানির প্রবাহ এতটাই বেড়ে যায়, সেই দৃশ্য একবার দেখলে আর ভুলবার নয়। আপনি এই ঝর্ণার এবং ঝর্ণার সঙ্গে নিজের অপূর্ব



কিছু ছবি তুলতে পারবেন, তবে সতর্কতার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখবেন।

কাঙ্গাই লেক

নীল পানিতে নৌকায় চড়া মানুষ, পরিষার নীল আকাশ আর বিশুদ্ধ প্রকৃতি- এমন ছবি দেখে আমরা সবাই কম-বেশি ভেবেছি এ যেন ইন্সটাহামের জন্যই তোলা। এমন ছবি তোলার জন্য সবচেয়ে উপযোগী জায়গা হল কাঙ্গাই লেক, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় কৃত্রিম লেক। বর্ষাকালে কর্ণফুলী বাঁধ খুলে দেওয়া হয়, লেকের পানি বেড়ে যায় অনেক। এখানে কায়াকিং, মাছ ধরা, নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো- এমন নানা ব্যবস্থা রয়েছে পর্যটকদের জন্য। লেকের পাড়ে রয়েছে রিসোর্টও, যেখান থেকে লেকের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। কাঙ্গাই লেকে এমন চমৎকার দৃশ্য আর অ্যাস্টিভিটির পাশাপাশি আপনি পাবেন দারুণ সব ছবি।

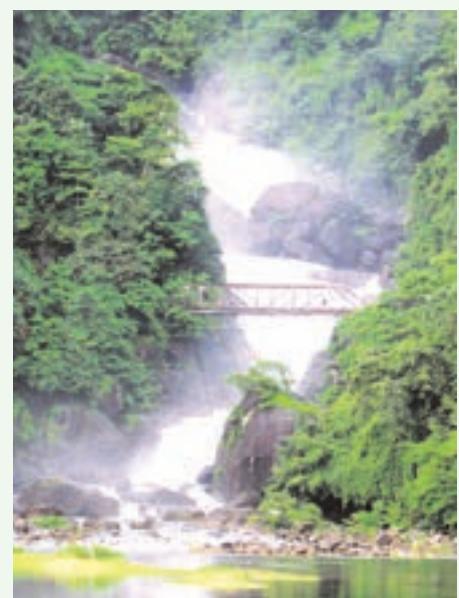
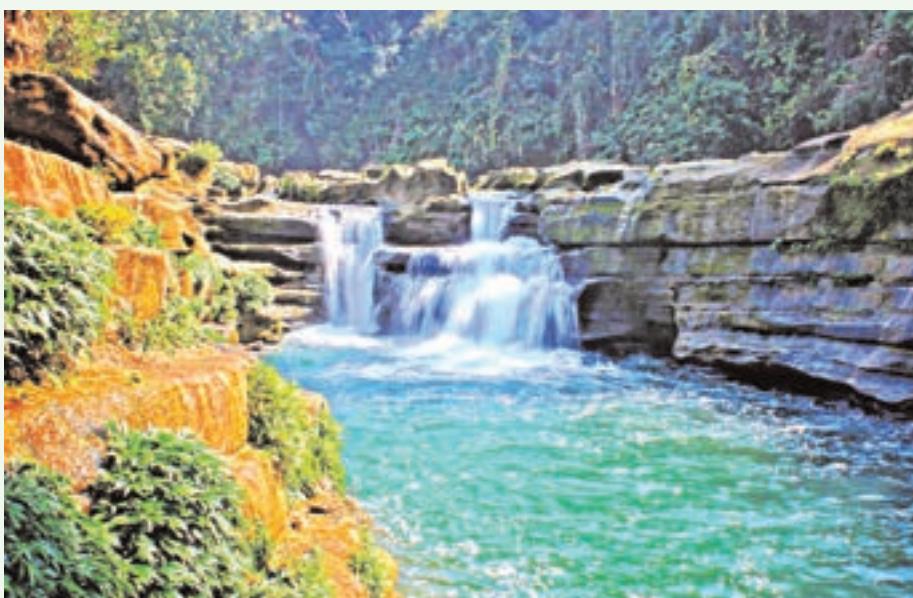
টাঙ্গুয়ার হাওর

বর্ষাকালের রোমাঞ্চকর অনুভূতি নেওয়ার জন্য সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর একটি অসাধারণ জায়গা।

চারদিকে হৈ হৈ পানিতে এ সময় এক শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যের দেখা মেলে হাওরে। নৌকার ছাদে রাত কাটানো, জোহনায় চাঁদের রূপালি আলোর মোহনীয় রূপ নিশ্চিতভাবেই আপনাকে কিছু নান্দনিক ছবি দেবে, যদি আপনার ক্যামেরা এমন স্বল্প আলোতে ছবি তোলার উপযোগী হয়।

শ্রীমঙ্গল

দিগন্তজোড়া সবজ চা-বাগানের জন্য পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল। এটি বাংলাদেশের চায়ের বাজারানী হিসেবে পরিচিত। যেহেতু শ্রীমঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ চা বাগান, তাই বর্ষাকালে এখানে এলেই সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করা যাবে। তাছাড়া, এখানকার লেক ও বনগুলো বর্ষাকালে সবচেয়ে সুন্দর রূপ ধারণ করে। শ্রীমঙ্গল একটি উপভোগ্য ও প্রশান্তিদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেওয়ার পাশাপাশি কিছু চমৎকার ছবিও দেবে, যার জন্য তেমন কোনো এডিটিংও প্রয়োজন হবে না। বর্ষাকালে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কিছুটা কঠিন এবং দুঃসাধ্য হতে পারে আবহাওয়ার জন্য। ♦



বৃষ্টি উপভোগের জন্য রাজধানীর ৫ রেস্টুরেন্ট

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

ঢাকার মতো ব্যস্ত শহরে প্রতিনিয়ত ছুটে চলার জীবন মোটেও সহজ নয়। এই অফুরন্ত বাস্তু থেকে চাইলেই ছুটি মেলে না। তবে মাঝেমাঝে যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে তখন বাস্তু ও ছকে দীঁধা জীবনে কিছুটা থাগচাখল্য সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সৌজন্যে কিছুটা আবসর কিংবা নিজেকে দেওয়ার মতো সময় বের করতে ইচ্ছা হয়।

বৃষ্টির আনন্দকে আরও উপভোগ্য করতে আমরা ঢাকার ভেতর এমন ৫টি রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করেছি, যেগুলোতে গেলে বর্ষা শুধু আরও উপভোগ্যই হবে না, পাবেন সুস্থানু খাবারের স্বাদও। দুটো মিলিয়ে আপনার যাপিত মুহূর্তগুলোকে অনেক দিন স্ফূর্তির পাতায় রেখে দেওয়ার মতো হবে।

টেরাকোটা টেলস, তেজগাঁও

খাঁটি বাঙালি খাবারের জন্য এটি ঢাকার অন্যতম সেরা রেস্টুরেন্ট। লুচি-আলুর দম থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ ইলিশ পাতুরি- সবেই পাওয়া যাবে এখানে। খিঁড়ি-হাঁসের মাংস বৃষ্টির দিনের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই। খাবারের স্বাগ কোনো সুন্দর স্ফূর্তি হয়তো স্বরণ করিয়ে দেবে। রেস্টুরেন্টটি সাজানো হয়েছে বেত ও কাঠের আসবাবাপত্র ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে। বড় জানালার পাশে বসে তাদের তৈরি মসলা চা হাতে নিয়ে বৃষ্টি দেখাটা কতটা উপভোগ্য হতে পারে, একবার কঁপনা করে দেখুন!



প্রেজি, গুলশান

ব্যস্ত গুলশান এভিনিউতে অবস্থিত হলেও এটি ঢাকার অন্যতম শান্ত জায়গাগুলোর মধ্যে একটি। ফলে নিজেকে সময় দেওয়ার জন্য এটি একটি আদর্শ জায়গা। এই রেস্টুরেন্টে নান পদের সুস্থানু খাবার পরিবেশন করা হয় এবং এর নান্দনিকতাও খাবারের সঙ্গে মানানসই। হরেক বকমের সকালের নাস্তার মেনুয়, জিভে জল আনা পাস্তার নানা পদ, বেকড আইটেম অথবা ডেজার্ট-

রেস্টুরেন্টটিতে সবার জন্যই কিছু না কিছু আছে।

কিছু একটা অর্ডার দিয়ে ঘাসের জানালার পাশে বসে আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো দেখুন। যখন বৃষ্টি নামবে তখন এমন একটা আবহ তৈরি হবে, মনে হবে কবি ও লেখকরা বুঝি তাদের লেখনীতে বৃষ্টি ও প্রেমের এমন বর্ণনাই দিয়েছিলেন।

এল প্যান্টেন, বনানী

ঢাকায় এরচেয়ে মজার ভূমধ্যসাগরীয় খাবার আর কেউ সম্ভবত তৈরি করে না। স্টার্টার থেকে শুরু করে ডেজার্ট পর্যন্ত প্রতিটি ডিশের সৌন্দর্য যেমন লোভনীয়, স্বাগত তেমনি মনোহরী। তাদের অঞ্চল আঁচে রানা করা মরোকান চিকেন থেকে বিফ রিব,



প্রতিটি আইটেমই চেখে দেখতে ইচ্ছা করবে। কাঁটা চামচের আলতো চাপেও মাংস ছিঁড়ে আসবে। আর স্বাদের কথা নাই বা বললাম!

আজো আইডিয়া স্পেস, উত্তরা

ঢাকার নান্দনিক সজ্জার রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে এটি প্রথম দিকেই আছে। গ্রামীণ ইটের দেয়াল থেকে শুরু করে কাঠের সাজসজ্জা- সবকিছুতেই যেন আছে

শৈলিক আকর্ষণ। খোলামেলা জায়গা এবং কাঁচের জানালার কারণে বৃষ্টি উপভোগের জন্য রেস্টুরেন্টটি আকর্ষণীয় স্থান। তাদের চিকেন প্ল্যাটারগুলো নিঃসন্দেহে ঢাকার অন্যতম সেরা। তবে বৃষ্টির দিনে তাদের কাঞ্চি কালামারি এবং এক বাটি সিফুড স্যুপের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।

সিলান্টো, ধানমন্ডি

ঢাকার মধ্যে বর্ষাকে পুরোপুরি উপভোগ করার মতো জায়গার তালিকা করলে

সিলান্টো নিঃসন্দেহে তালিকার উপরের দিকেই থাকবে। রেস্টুরেন্টটির পরিবেশ, আধুনিক গ্রামীণ অন্দরসজ্জা, মুদু আলো- সবকিছু মিলিয়ে বর্ষার আনন্দ আরও বেড়ে যাবে। মাঝখানে বিশাল খোলা জায়গার কারণে বৃষ্টিকে আরও কাছ থেকে উপভোগ করা যাবে এখানে।

তাদের খাবার তালিকায় আছে পিংজা, বুরিতোসহ আরও নানা পদের সুস্থানু ও সুস্থান্যুক্ত খাবার। ◆

ভারতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্যটক বাংলাদেশের

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

ভারতে যাওয়ার ফ্রেন্টে চলতি বছর আবার বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ভারতে যত পর্যটক গেছেন, তাদের মধ্যে ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ বাংলাদেশি; এরপর যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটক ১৮ দশমিক ১ শতাংশ আর যুক্তরাজ্যের ৯ দশমিক ২ শতাংশ।

চলতি বছর বিভিন্ন কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশ আবার শীর্ঘস্থানে যেতে পারে বলে নিউজ ১৮-এর সংবাদে বলা হয়েছে।

২০২২ সালে ভারতে সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এর পরের স্থানেই ছিল বাংলাদেশ। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। গত বছর এই পর্যটকদের কাছ থেকে ভারতের আয় হয়েছে ১৬ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৬৯৩ কোটি ডলার।

ভারতে গত বছর বিপুলসংখ্যক পর্যটক এসেছিলেন। দেশটিতে তখন মোট ৬১ লাখ ১৯ হাজার পর্যটক আসেন, আগের বছরের চেয়ে যা

৩০৫ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি।

তবে ২০১৯ সালে ভারতে রেকর্ড ১ কোটি ৯৩ লাখ পর্যটক এসেছিলেন। কিন্তু এরপর করোনা মহামারি শুরু হলে সেই ধারায় ছেড়ে পড়ে।

ভারতের কেন্দ্রীয় পর্যটন

মন্ত্রণালয় এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। মূলত, অভিবাসন ব্যৱোর সাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। সেই পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ২০২২ সালে ভারতে যত পর্যটক এসেছিলেন, তার অর্ধেকের বেশি এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য থেকে।

গত বছর ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটক গিয়েছিলেন মোট ১৩ লাখ ৭৩ হাজার ৮১৭ জন, বাংলাদেশে থেকে গিয়েছিলেন ১২ লাখ ৫৫ হাজার ৯৬০ জন আর যুক্তরাজ্য থেকে গিয়েছিলেন ৬ লাখ ১৭ হাজার ৭৬৮ জন।

২০২২ সালের মতো ২০২১ সালেও ভারতে সবচেয়ে বেশি পর্যটক এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, যদিও এর আগের পাঁচ বছরে ভারতে সবচেয়ে

বেশি পর্যটক গেছেন বাংলাদেশ থেকে। বিশ্বেকেরা বলছেন, বাংলাদেশ ইউরোপের বেশি কিছু দেশের কনস্যুলেট না থাকার কারণে অনেকে

ভারতে এসে ভিসার
আবেদন করতে বাধ্য
হন। এ ছাড়া
বাংলাদেশের অনেক
মানুষ ভারতে
চিকিৎসা
করাতে

যান।

শুধু ভূটান ও নেপালের অধিবাসী ছাড়া বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশের নাগরিকদের ভারতে আসতে ভিসা নিতে হয়। নিউজ ১৮-এর সংবাদে বলা হয়েছে, কোন দেশে কোন দেশের মানুষ বেশি যান, তা নির্ভর করে অনেকটা দুই দেশের কুটনৈতিক সম্পর্কের ওপর। এ ছাড়া ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং মানুষে মানুষে যোগাযোগের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য পর্যটক আকৃষ্ণ

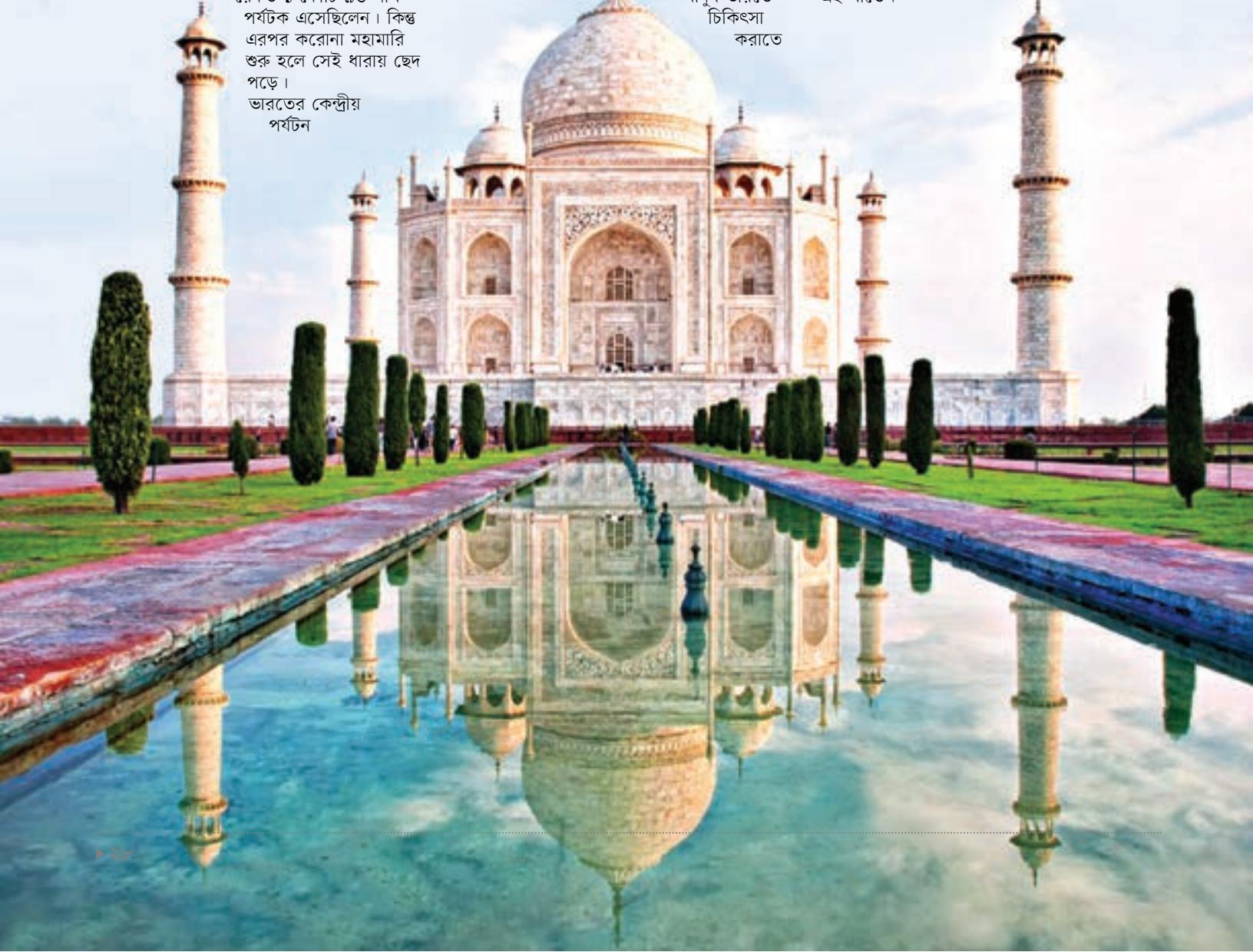
করতে বেশ কিছু পর্যটনকেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। সেই

সঙ্গে পর্যটকদের জন্য ২৪ ঘণ্টার বহুভাবী

হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।

ভারতে চিকিৎসার মান ভালো ও ব্যয় কম হওয়ার কারণে দেশটির পর্যটন খাত আরও সম্প্রসারিত হতে পারে বলে দেশটির বিশ্বেকেরা মনে করছেন। পর্যটন থেকে দেশটি বিপুল বিদেশ মুদ্রা আয় করার পাশাপাশি এই খাতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশটিতে মোট যে কর্মসংস্থান হয়েছে, তার ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশই হয়েছে।

এই খাতে। ◆



Adventure
UNLIMITED

COLORFUL HILL TRACTS

Bandarban | Rangamati | Khagrachari

Explore:

Khagrachari-Sajek (3D-2N)
Rangamati-Kaptai Lake (3D-2N)
Bandarban-Nilgiri (3D-2N)

Experience

**Authentic Tribal Culture, Food,
Crafts & Festival**

Please contact
for more details

RIVER AND GREEN TOURS

House-971, Flat-2B, Shukrabadi, Dhanmondi, Dhaka-1207
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com

www.riverandgreen.com

+88 01819224593
+88 01730450099



খুলছে রেলের দখিনা দুয়ার

■ পর্যটন বিচিত্র প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সর্বক্ষিণের জেলা কক্ষবাজার। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতসহ পর্যটন নগর কক্ষবাজারে সড়ক ও বিমানপথে এতদিন যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকলেও রেলপথে কোনো যাতাযাতের উপায় ছিল না। মাস দুয়োকের মধ্যে কক্ষবাজারের পথে ট্রেনের 'ট্রায়াল' শুরু হতে যাচ্ছে, আর বাণিজ্যিক যাতা শুরু হবে এই বছরের মধ্যেই। এর মধ্যেই সমুদ্রসৈকত থেকে তিন কিলোমিটার দূরে নির্মাণাধীন 'বিনুকার্তির' রেলস্টেশনও চালু হবে।

সেখানে সমুদ্রের গজন আর রেলের বিকবিক শব্দের একতান একসঙ্গে শুনতে পারবেন পর্যটকরা। চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্ষবাজার পর্যন্ত নির্মাণাধীন রেলপথের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই স্টেশন। পুরো স্টেশনটি গড়ে উঠছে ২৯ একর জমির ওপর। স্টেশন ভবনটির আয়তন হবে ১ লাখ ৮৭ হাজার বর্গফুট।

স্টেশনটি পড়েছে কক্ষবাজার সদর উপজেলার ঝিলংঝি ইউনিয়নের চান্দেরপাড়ায়। সম্প্রতি ওই

এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ছয়তলা স্টেশন ভবনের চারতলা পর্যন্ত মূল কাঠামোর কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। স্টেশন ভবন ছাড়াও আরও ১৭টি স্থাপনা তৈরি করার কাজও শেষ, যেগুলো ব্যবহার করা হবে রেলওয়ের পরিচালনা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে।

কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্টেশনটিতে যাত্রী প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য রাখা হচ্ছে ডিম্ব ভিন্ন পথ। থাকছে গাড়ি পার্কিংয়ের বড় জায়গা।

স্টেশনটির নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যেন এই রেলপথ চালু হলে পর্যটকেরা চাইলে হোটেল ভাড়া



না করেই কক্ষবাজার ভ্রমণ করে ফিরে আসতে পারবেন। স্টেশনে পাঁচশর মত লাগেজ রাখার জায়গা রাখা হচ্ছে। পর্যটকেরা ভাড়া দিয়ে সেখানে মালামাল রেখে সমুদ্রসৈকত ঘুরে ফের ট্রেনে চেপে ফিরতে পারবেন।

প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিচালক আবুল কালাম বলেন, ১৮ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে শুধু কক্ষবাজার রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করতেই ২১৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এ প্রকল্পের ৮৬ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে, সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। সেপ্টেম্বরের ১৫ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে চট্টগ্রাম তথা ঢাকা থেকে কক্ষবাজার পর্যন্ত একটি ট্র্যায়াল রানের চেষ্টা তিনি বলেন, সড়ক পথে ঢাকা থেকে কক্ষবাজার আসতে প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় লাগে ট্রেন চালু হলে ঢাকা থেকে কক্ষবাজার আসতে সাড়ে ৬ থেকে ৭

ঘণ্টা লাগতে পারে। আবুল কালাম আরও বলেন, আমরা সেপ্টেম্বরে ট্র্যায়াল রান করলেও কমার্শিয়ালি যেতে আরও দুই-তিন মাস লাগবে।

এ বছরের মধ্যেই এই রেলপথে আমরা ট্রেন চালুর চেষ্টা করব। প্রাথমিকভাবে দুই জোড়া ট্রেন চলবে। পরে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে। পুরোদমে চালু হলে ঢাকা থেকে যেসব ট্রেন চট্টগ্রাম পর্যন্ত আসে, সেইসব ট্রেনের শেষ গন্তব্য কক্ষবাজার হবে। এছাড়া সম্পূর্ণ নতুন একটি ট্রেন চালু হবে। তবে এখনও ট্রেনের নাম নির্ধারণ করা হয়নি।

ভাড়া কেমন হবে জানতে চাইলে প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রামে আন্তঃনগর এসি চেয়ারের ভাড়া ৭৮০ থেকে ৮০০ টাকার মত, এখানে হ্যাত ১২০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। ◆

বিশ্ব ইজতেমাকে ধর্মীয় পর্যটন ঘোষণা করতে নোটিশ



ভিসা ছাড়াই ৪০ দেশে যেতে পারবেন বাংলাদেশিরা

পর্যটন সংবাদ

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। এ সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা আগাম ভিসা ছাড়া বিশ্বের ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন।

১৮ জুলাই শক্তিশালী পাসপোর্টের নতুন সূচক প্রকাশ করে যুক্তরাজ্যিভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'হ্যানলি অ্যান্ড পার্টনার্স'। একটি নির্দিষ্ট দেশের পাসপোর্টধারীরা কতগুলো দেশে, ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন সোটির ওপর নির্ভর করে এই সূচক তৈরি করা হয়।

শক্তিশালী পাসপোর্টের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান খন্তি ৯৬তম। গত জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০১তম। তখন যৌথভাবে কসোভোও একই অবস্থানে ছিল।

সূচকের তথ্য বলছে, এখন বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা আগাম ভিসা ছাড়া বিশ্বের ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন তার তালিকায় ছয়টি এশিয়ার দেশ আছে। এ ছাড়া আছে আমেরিকার একটি, আফ্রিকার ১৫টি, ক্যারিবীয় ১১টি ও ওশেনিয়ার ৭টি দেশ ও অঞ্চল। এর মধ্যে কিছু দেশ ও অঞ্চলে (এক তারকা চিহ্নিত) অন্যরাইভাল বা বিমানবন্দরে নামার পর ভিসার সুবিধা পান বাংলাদেশিরা। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে নিতে হবে ই-ভিসা।

এশিয়ার দেশগুলো হচ্ছে: ভুটান, কংগোডিয়া*, মালদ্বীপ*, নেপাল*, শ্রীলঙ্কা*, পূর্ব তিমুর*।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ: বলিভিয়া*।

আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলো হলো: বুরুন্ডি*, কেপ ভার্ড*, কমোরো দ্বীপপুঁজি*, জিবুতি*, গিনি-বিসাউ*, লেসোথো, মাদাগাস্কার*, মৌরিতানিয়া*, মোজাঙ্কিঙ*, রুয়ান্ডা*, সেশেলস*, সিয়েরা লিওন*, সোমালিয়া*, গান্ধিয়া ও টোগো।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলো: বাহামা, বার্বাডোস,

ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ডমিনিকা, গ্রানাডা, হাইতি,

জ্যামাইকামন্টসেরাত, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস,

ভিলসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইন, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড

টোবাগো।

ওশেনিয়ার দেশগুলো: কুক আইল্যান্ড, ফিজি,

মাইকোনেশিয়া, নুট্যে, সামোয়া*, টুভালু* ও

ভানুয়াতু। *

সূচকে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবস্থান ৮০তম। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে একই অবস্থানে আছে সেনেগাল ও টোগো। এই তিনি দেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা বিশ্বের ৫৬টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া যেতে পারেন।

ভিসা ছাড়াই যেসব দেশে যেতে পারবেন বাংলাদেশিরা

বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা এখন আগাম ভিসা ছাড়া বিশ্বের যে ৪০টি দেশ ও অঞ্চলে ভ্রমণ করতে পারবেন তার তালিকায় ছয়টি এশিয়ার দেশ আছে। এ ছাড়া আছে আমেরিকার একটি, আফ্রিকার ১৫টি, ক্যারিবীয় ১১টি ও ওশেনিয়ার ৭টি দেশ ও অঞ্চল। এর মধ্যে কিছু দেশ ও অঞ্চলে (এক তারকা চিহ্নিত) অন্যরাইভাল বা বিমানবন্দরে নামার পর ভিসার সুবিধা পান বাংলাদেশিরা। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে নিতে হবে ই-ভিসা।

এশিয়ার দেশগুলো হচ্ছে: ভুটান, কংগোডিয়া*, মালদ্বীপ*, নেপাল*, শ্রীলঙ্কা*, পূর্ব তিমুর*।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ: বলিভিয়া*।

আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলো হলো: বুরুন্ডি*, কেপ ভার্ড*, কমোরো দ্বীপপুঁজি*, জিবুতি*, গিনি-বিসাউ*, লেসোথো, মাদাগাস্কার*, মৌরিতানিয়া*, মোজাঙ্কিঙ*, রুয়ান্ডা*, সেশেলস*, সিয়েরা লিওন*, সোমালিয়া*, গান্ধিয়া ও টোগো।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলো: বাহামা, বার্বাডোস, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ডমিনিকা, গ্রানাডা, হাইতি, জ্যামাইকামন্টসেরাত, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস,

ভিলসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইন, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড

টোবাগো।

ওশেনিয়ার দেশগুলো: কুক আইল্যান্ড, ফিজি, মাইকোনেশিয়া, নুট্যে, সামোয়া*, টুভালু* ও

ভানুয়াতু। *

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

বিশ্ব ইজতেমা ও তাবলিগকে 'ধর্মীয় পর্যটন' ঘোষণা এবং কাকরাইলে তাবলিগের মারকাজ মসজিদে সরকারি প্রশাসক নিয়োগের দাবিতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

রোববার (৩০ জুলাই) সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান এ নোটিশ পাঠান। ধর্ম মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরবান্ত মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও কাকরাইলে তাবলিগের মারকাজ মসজিদের প্রধানকে এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, সারাবিশ্বে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় মহাসমাবেশ হলো পবিত্র হজ।

প্রতিবছর হজের নির্ধারিত সময় ছাড়াও সারাবছর বিশ্বের মুসলিমরা ওমরাহ পালন করে থাকে। হজ ও ওমরাহ থেকে সৌন্দি আরব বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করে থাকে।

বিশ্বের অন্যতম সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ সালে এক বছরেই সৌন্দি আরব হজ ও ওমরাহ থেকে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে, যা বাংলাদেশ টাকায় প্রায় এক লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১১০ টাকা হিসেবে)।

সারাবিশ্বে মুসলমানদের জন্য হজের পর দ্বিতীয় মহাসম্মেলন হলো বিশ্ব ইজতেমা। এছাড়া সারা বছর তাবলিগ কার্যক্রমের নিয়ম আছে। বিশ্ব ইজতেমা ও তাবলিগের কার্যক্রমে ব্যাপক সংখ্যায় বিদেশি মুসলিম পর্যটকদের আকৃষ্ট করে

বাংলাদেশে আনতে পারলে বাংলাদেশ প্রতিবছর কয়েক বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মূদা আয় করতে পারবে এবং বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন হবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ঘেস্থির বিষয় এই যে, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা, উপমহাদেশীয় ষড়যন্ত্র এবং কিছু ধর্মীয় নেতাদের পারস্পরিক হিংসাত্মক দ্বন্দ্বের কারণে বাংলাদেশে তাবলিগের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। যার কারণে বিশ্ব ইজতেমা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এতে করে সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতৃত্বাচক বার্তা যাচ্ছে।

নোটিশ পাওয়ায় ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই 'বিশ্ব ইজতেমা' ও 'তাবলিগ'কে ধর্মীয় পর্যটন ঘোষণা করতে হবে এবং সব ধরনের ষড়যন্ত্র, রাজনীতি ও গৃহপাল থেকে রক্ষা করতে হবে। অবিলম্বে

কাকরাইলে তাবলিগের মারকাজ মসজিদে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে। অন্যথায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। ◆

শ্রী চিন্ময় বিশ্ব শান্তির দৃত

বিভিন্ন
ক্ষেত্রে
কাজ

■ আশুরাফুজ্জামান উজ্জল

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে
বাহসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণ শুরু করেন বাংলাদেশের
বিখ্যাত সাইক্লিস্ট রামানাথ বিশ্বাস। ঠিক তার পরের
মাসে আগস্টের ২৭ তারিখে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী
থানার শাকপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শ্রী চিন্ময়
কুমার ঘোষ। যিনি শ্রী চিন্ময় নামেই অধিক
পরিচিত।

শ্রী চিন্ময়ের ডাক নাম মাদল। পিতৃদের শশীকুমার
ছিলেন সেকালের আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের
ইস্পেক্টর, মা যোগমায়া ঘোষ। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মা-
বাবার মৃত্যুর পর সাত ভাই-বোনের সবাই দক্ষিণ
ভারতের পঙ্গুতেরিতে শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে চলে
যান। ভাই-বোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার
চোট। পরবর্তী ২০ বছর তিনি ধ্যান, সেবা,
খেলাধূলার কঠোর শিক্ষার মধ্য দিয়ে আশ্রমে বড়
হয়ে উঠেন। শ্রী চিন্ময় ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক
শিক্ষক, কবি, শিল্পী, গায়ক এবং ক্রীড়াবিদ।

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অন্তরের ডাকে শুধু পক্ষিমে যাত্রা করে
অনেক নিউইয়র্কে চলে আসেন এবং ভারতীয়
কনসুলেট অফিসে তিনি বছর চাকরি করেন। ধীরে
ধীরে তিনি বহুমুখী প্রতিভায় কৌতুর্মান হয়ে উঠেন।

একজন লেখক হিসেবে ১৬০০টি বই লিখেছেন।
একজন সংগীতজ্ঞ হিসেবে ২১ হাজার গান লিখেছেন,
সুর দিয়েছেন যার বিশের ভাগই তার মাতৃভাষা
বাংলায় লেখা। তিনি ভালো বাঙালীও ছিলেন। বিশের
প্রধান সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে
বক্তব্য রেখেছেন। শ্রী চিন্ময়ের গান ও কবিতা
প্রেরণাদায়ক। তার রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষা-শান্তির
বাণী বিশেষ ছড়িয়ে দেবার এক ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

তার গানে তিনি মানুষের নানা দিক তুলে ধরেছেন।
শ্রী চিন্ময়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এ পর্যন্ত ৭০টি দেশ বাংলা
গানের কনসার্ট করেছেন। এসব আবাঙালি গাহেন ৪০
বছর ধরে চমৎকার সুরে বাংলা গান চর্চা করেছেন।

তাদের মাধ্যমে বাংলা গান ও ভাষার নিজস্ব স্থান্ত্র ও
মাধ্যম সাবা বিশেষ ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি একজন
শিল্পীও ছিলেন। তার আকৃ বর্ণাকলা নামের
চিত্রগুলোর প্রদর্শনী হয়েছে প্যারিসের লুভ
মিউজিয়ামসহ বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ সব হলে।

‘আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উজ্জল থেকে উজ্জলতর এবং
উজ্জলতমতে পৌছানো; এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর
এবং সর্বোচ্চে পৌছানো। এমনকি সর্বোচ্চ পর্যায়েও
আমাদের কোনো বিরতি নেই, কারণ আমাদের
প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছেন স্বহং সৃষ্টিকর্তা, যিনি
প্রতি মুহূর্তেই তার নিজস্ব বাস্তবতাকে বিকশিত
করছেন।’ (-শ্রী চিন্ময়)

স্বঘোষিত শান্তির ছাত্র শ্রী চিন্ময় প্রাচোরে
আধ্যাত্মিকতা ও পাশাতোর গতিশীলতাকে একত্রিত
করে মানবজাতির মহামিলনের পথ দেখিয়েছেন।
জাতিসংঘের তৃতীয় মহাসচিব উথাটের অনুরোধে শ্রী
চিন্ময় নিউইয়র্কের জাতিসংঘের মূল ভবনে সব
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য আমৃত্যু সাম্প্রতিক
মেডিটেশন সভা পরিচালনা করে গেছেন। শ্রী চিন্ময়
বলে থাকেন, ‘শান্তি মানে যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়।

শান্তি মানে সমন্বয়, সংগতি, সামঞ্জস্য, ডালপালা,
সম্মতি এবং একাত্মবোধের ঐকতান।’

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আমি তখন সাইকেলে
বিশ্বভ্রমণরত। সে সময় আমি লঙ্ঘনে ছিলাম। শ্রী



চিন্ময় ঠিক সে সময় লঙ্ঘনের রয়াল আয়লবার্ট হলে
সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।
তিনি ৪৩টি দেশে ৫০০ বার পিস-কনসার্টে অংশ
নিয়েছিলেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিথাইল গৰ্বাচেভ, মাদার
তেরেসা, প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যাকেল, ডেসমন্ড
টুটুসহ বহু আলোকিত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে
তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। পথিবীর ৭০টি দেশ ঘুরে
ঘুরে তিনি তার ক্রীড়া সংস্কৃতি, ধ্যান ও মানবসেবা
কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। চিন্ময় প্রাথর্না এবং ধ্যানের
মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে একটি আধ্যাত্মিক পথের
পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি দুর্বত্ত, দোড়, সাঁতার এবং
ভারোভোলনসহ অ্যাথলেটিকজমের পক্ষে ছিলেন।

তিনি ম্যারাথন ও অন্যান্য দৌড়ের আয়োজন
করেছিলেন। ৬০ এর দশকে শ্রী চিন্ময় ওজন
(ভারোভোলন) তুলতে শুরু করেন এবং কয়েক
বছরের মধ্যে একটি বিশেষ উভ্যেলন যান্ত্রে কয়েক
হাজার পাউন্ডের বেশি কাঁধে চাপ দিতে পারেন।

মানবিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা

বাড়াতে সাহায্য করার জন্য তিনি বিমান, স্কুল হাউস

ও পিকআপ ট্রাকসহ ভারি বস্তু তুলেছিলেন।

তিনি হারমনি রান নামে রিলে রেসের মতো এক
দৌড়ের উদ্যোগ নেন বিশের ৬০টি মহাদেশের বিভিন্ন

প্রান্তে। যার লক্ষ্য ছিল প্রজ্ঞালিত শিখি হাতে শান্তির

বাণী নিয়ে বিভিন্ন দেশের জাতি ধর্ম-বর্ণের মানুষের
মাঝে প্রীতি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি ম্যারাথন দল
গঠন করেন। এই দল প্রতিবছর বিভিন্ন দেশে

৫০০টিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের দৌড়ের আয়োজন
করে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে ১০০ মিটার দৌড়
থেকে বিশের দীর্ঘতম- ৫২ দিনে ৩ হাজার ১৬ মাইল
দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রতিবছর জুন-আগস্টে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্সে যে দৌড়

প্রতিযোগিতা হয় তা তিনি হাজার একশ মাইল

(৪৯৮৯ কি.মি.) দীর্ঘ।

শ্রী চিন্ময় ওয়াননেস হোম পিস রানের প্রতিষ্ঠাতা।

তার এই শান্তি মশাল ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০টিরও

বেশি দেশে বিভিন্ন স্কুল অতিক্রম করছে। শ্রী চিন্ময়
১৩ বার আমেরিকার সিয়াটলে যান। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে
ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের শিল্প অনুষদে
সাম্মানিক নিয়োগ পান। ইংরেজি বিভাগ তাকে বিশ্ব
শান্তি সাহিত্য পুরস্কার এবং দ্য লাইট অব এশিয়া
পুরস্কার দেয়।

শ্রী চিন্ময় শান্তির ছাত্র হিসেবে পরিচিত হতে
চেয়েছেন। বিশ্বজড়ে তার শান্তি মূর্তি স্থাপিত
হয়েছে। আমেরিকার সিয়াটলে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ৭
নভেম্বর তার ‘বিশ্ব শান্তির স্বপ্নদশী’ শিরোনামে
ত্রোজ্বের ভাস্ক্য তৈরি করা হয়। সারা বিশ্বে এটি
তখন পর্যন্ত তার ৭ম মূর্তি।

২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ৬-১০ জানুয়ারি বাংলাদেশেও এই
ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয় সোহরাওয়াদী উদ্যান
থেকে হাতিরবিল পর্যন্ত। এই ওয়ার্ল্ড হারমনি রান
বিশের ১০০টির বেশি দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে
গত ২৫ বছর ধরে। এই দোড় একটি অলাভজনক
ইভেন্ট যা সম্পূর্ণরূপে শ্রী চিন্ময়ের উদ্যোগে
অনুপ্রাণিত। যে কেউ এই দোড়ে অংশ নিতে
পারেন। আমেরিকা, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া,
ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশি কিছু দেশের দোড়বিদ
বাংলাদেশে মশাল বহন করে ঢাকার ঐতিহাসিক
নির্দেশন থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের বন্দর ও পাহাড়ের
জন্মান্বন শাকপুরা গ্রামে পাঁচদিন ব্যয় করেন।

শ্রী চিন্ময় ‘দ্য ওয়াননেস হার্ট ট্রিয়ার্স অ্যান্ড আইলস’
নামে আর্ট মানবতার সেবার লক্ষ্যে একটি সংস্থা
গড়ে তোলেন। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উপকরণসহ
সব শিশুর জন্য নানা ধরনের খেলনা সংগ্রহ করে
বিশের সামাজিক-প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ
এলাকাগুলোতে পৌছে দেন।

শ্রী চিন্ময় ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর মাত্র ৭৬
বছর বয়সে হাদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কের
কুইন্সে তার বাড়িতে মারা যান।

লেখক: ভূপর্যটিক ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রাভেল
রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন ◆

ঘূরে আসুন ঢাকার ৫ আর্ট গ্যালারি

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

আপনি যদি ঢাকা শহরের সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে এবং নিজের সৃজনশীল সভাকে পরিতৃপ্ত করতে চান, তাহলে আর দেরি না করে ঘৰে আসতে পারেন ঢাকার ৫টি নামকরা আর্ট গ্যালারিতে। সমসাময়িক থেকে শুরু করে ইতিহ্যবাহী শিল্পের সভারে পরিপূর্ণ আর্ট গ্যালারিগুলো আপনাকে মুঝ করবেই। তাই শিল্প-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রের মনোমুক্তকর এই যাত্রায় যোগ দিতে পারেন আপনিও।

এজ গ্যালারি

গুলশানে অবস্থিত এজ গ্যালারি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে। এখানকার ছিমছাম, মসৃণ দেয়ালে শোভা পায় শিল্পীদের অসাধারণ সব শিল্পকর্ম। এই আর্ট গ্যালারিতে গেলে নানা ধরনের চিত্রকর্ম, ছবি ও আধুনিক ভাস্কর্যের মতো সমসাময়িক শিল্প বিস্তৃত পরিসরে দেখার সুযোগ মিলবে।

এজ গ্যালারি মূলত আন্তর্জাতিক শিল্পকলার প্রচার এবং বাংলাদেশে নতুন ও উভাবনী শিল্পীক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত গড়ে তোলার প্রতি বেশি আগ্রহী। ইতোমধ্যে অনেক বিদেশ ও স্থানীয় শিল্পীদের শিল্প প্রদর্শনী করেছে এজ গ্যালারি।

গ্যালারি চিত্রক

২০০০ সালে ধানমন্ডিতে মো. মুনিরজ্জামান প্রতিষ্ঠা করেন সমসাময়িক আর্ট গ্যালারি হিসেবে পরিচিত গ্যালারি চিত্রক। এখানে রয়েছে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি ও ভিডিও আর্টসহ নানা ধরনের শিল্প। গ্যালারি চিত্রকে বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশের উন্নেখন্যোগ্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম দেখা যায়। এটি বিশেষত শিল্প-শিক্ষা প্রচার এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী ও লোকশিল্প যদি হয় আপনার পছন্দের, যেতে পারেন গ্যালারি চিত্রকে।

গ্যালারি কসমস

মহাখালী ও সিদ্ধেশ্বরী ২ জায়গাতেই সমসাময়িক শিল্পের সভার রয়েছে গ্যালারি কসমসের। ২০১১ সাল থেকে এই আর্ট গ্যালারি নানা ফর্মের শিল্প প্রদর্শন করে আসছে। গ্যালারি কসমস সবসময় নতুন শিল্পীদের পাশাপাশি উন্নেখন্যোগ্য ব্যক্তিদের শিল্প প্রদর্শন করে। তবে এই গ্যালারির আলাদা বিশেষত হলো সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা শিল্পের মাধ্যমে প্রচার। সারা বছর জুড়ে ওয়ার্কশপ ও প্রদর্শনীতে মুখরিত থাকায় বিষয় হওয়ার সুযোগ নেই। গ্যালারি কসমসে।

বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস

জমকালো শিল্পে পরিপূর্ণ বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস চালু হয় ২০০০ সালে। ধানমন্ডির এই আর্ট গ্যালারি বাংলাদেশের প্রধান আর্ট গ্যালারি হিসেবে খ্যাত। শিল্পপ্রেমী হলে এখানে যাওয়া এক প্রকার অত্যাবশ্যকই বটে।

বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পীদের শিল্প প্রদর্শন করার পাশাপাশি প্রশাস্তির স্থান হিসেবেও পরিচিত।

এখানে প্রদর্শিত শিল্প যেমন নানা আকারের হয়, তেমনি কোনোটি আবার পুরো একটি বিভাগের স্থান অলঙ্কৃত করে। এখানকার প্রাকৃতিক আলো এবং বিশালাকার স্থানের সংমিশ্রণ আপনাকে শৈল্পিক বিস্ময়ের জগতে নিয়ে যেতে পারে।



স্টুডিও সিঙ্গ বাই সিঙ্গ

শিল্প সমাজের সবচেয়ে আলোচিত স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম মোহাম্মদপুরের স্টুডিও সিঙ্গ বাই সিঙ্গ।

২০১৫ সালে নাজিব তারেক ও ফারহানা আফরোজ দম্পত্তি এই আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করেন। পরিবার চালিত এই স্টুডিও শিল্পীদের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত,

যেখানে শিল্পীরা সমসাময়িক শিল্পের সীমানা থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারেন। এখানে গেলে অসাধারণ শিল্প দর্শনের পাশাপাশি স্টুডিও কমিউনিটির অংশ হওয়ার সুযোগ মিলবে, যা আপনাকে সত্যিকারের ঘরোয়া পরিবেশের অনুভূতি দেবে। ◆

পর্যটন খাতে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে কেরালা

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

ভারতের কেরালায় বাড়ছে পাঁচতারকা হোটেলের সংখ্যা। সংখ্যার দিক থেকে বর্তমানে ভারতে সবচেয়ে বেশি পাঁচতারকা হোটেল আছে এই রাজ্য। শুধু পাঁচতারকা নয়, তিনি, চার ও অন্য শ্রেণিবিভাগের হোটেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজ্যটিতে। ম্যাপস অব ইন্ডিয়ার হোটেল আবাসন ইউনিটগুলোর জাতীয় ডাটাবেসে অনুসারে কেরালায় বর্তমানে পাঁচতারকা হোটেলের সংখ্যা ৪৬টি।

শিল্প পর্যবেক্ষকরা ভাষ্যমতে, করোনা মহামারির দুই বছরের মন্দ কাটিয়ে পর্যটন খাতে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে কেরালা। গত তিনি দশক ধরে এই রাজ্যে তার পর্যটন শিল্প যত্ন সহকারে লালনপালন করছে, তার প্রমাণ রাজ্যের পর্যটন খাতের বর্তমান পরিস্থিতি।

কেরালার পর্যটন পরিবালক পিবি নুহ জানান, বর্তমানের এই পাঁচতারকা হোটেলের সংখ্যা বৃদ্ধি রাজ্য সরকার ও বেসরকারি খাতের সৌখ্য উদ্যোগের ফল। রাজ্য সরকার অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর বেসরকারি খাতগুলো নতুন পর্যটনের সুবিধা দেয়।

হোটেলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মিটিং, প্রণোদনা, সম্মেলন, প্রদর্শনী এসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাব দূর করা সম্ভব। এছাড়া আতিথেয়তা খাতেও ক্যারিয়ার গঠনের নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

একই সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণ ও অংশীদারদের স্বার্থ বজায় রাখার মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন খাতের নতুন দৃষ্টিক্ষেত্র স্থাপন করেছে কেরালা। কেরালা ট্রাভেল মার্ট সোসাইটির সেক্রেটারি জোসে প্রদীপের মতে, হোটেলের এই সংখ্যা বৃদ্ধি সাম্প্রতিক নয়। ২০১৪ সালের আগস্টে ওমেন চার্চি সরকারের নতুন ‘মদনীতি’ বাস্তবায়নের পর পাঁচতারকা হোটেলের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ◆



DHAKA DINNER CRUISE
ঢাকা ডিনার ক্রুজ



Experience Riverine Bangladesh

Dinner Cruise

4 Hours Cruising by

MV Bonobibi Vessel with
Snacks and Dinner

2000 BDT/Per Person

*minimum 10 persons

Day Cruise

6 Hours Cruising by

MV Bonobibi Vessel with
Snacks and Dinner

2500 BDT/Per Person

*minimum 10 persons

Moonlight

Overnight Cruise

1 Day-1 Night Cruising by

MV Bonobibi Vessel with
Cabin and Meals

6000 BDT/Per Person

*Double sharing; minimum 10 persons

Contact for Reservation:

+880 1979 224 593
+880 1708 427 790
+880 1730 450 099

নদী অমরণে প্রেত বিনোদন
www.dhakadinnercruise.com

Cholo

SUNDARBANS



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Choto
SUNDARBANS



EXPERIENCE NATURE:

Jungle Trekking | Bird Watching | Boat Cruising | Beach Walk
& many more excitement with wildlife.

ENJOY EVERY WEEKEND TRIP:

From Dhaka to Dhaka (4N-3D)
From Khulna to Khulna (2N-3D)

Please contact
for more details



RIVER AND GREEN TOURS

House-971, Flat-2B, Sukrabad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207, Bangladesh
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com
www.riverandgreen.com

+88 01819224593
+88 01730450099

পর্যটন বিচিত্রণ

হোটেল বুকিংয়ে যে ভুলগুলো করা উচিত নয়

সমাজ টিপ্পনি

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

হোটেল বুকিং বর্তমানে অনেক সহজ হলেও এখনও অনেকেই এ কাজটিতে কিছু ভুল করে থাকেন। ভরা মৌসুমে প্রায় প্রতিদিনই হোটেলের সব রুম বুকড থাকে। সে সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি যে ভুলটি করে থাকে তা হলো, তারা থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হোটেল বুক করে। এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে প্রায়ই অগ্রিম পেমেন্ট দাবি করা হয়। কিন্তু পরে দেখা যায় তারা এমন হোটেল বুক করে দিয়েছে যেখানে কোনো রুমই খালি নেই। তাই সরাসরি হোটেলে কল করে রুম বুক করা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।

* অনেকেই থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে থাকেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রিজার্ভেশন বাতিলের সুবিধার জন্য। এটি ভালো একটি পদ্ধতি হলেও এ কাজে আনন্দ খরচ কয়েক হাজার টাকার মতো বেড়ে যেতে পারে। কিছুক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি অপ্রয়োজনীয়ও বটে। কারণ বেশিরভাগ হোটেলেই ‘সেম ডে ক্যনসেলেশন’ পদ্ধতি অর্থাৎ একই দিনে বুকিং করে আবার কোনো রুক্ম বাঢ়ি খরচ ছাড়া ওই রিজার্ভেশন বাতিল করার সুযোগ আছে। তাই বাঢ়ি খরচ করে রিজার্ভেশন বাতিলের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

* ভ্রমণকারীরা প্রায়ই উন্নতমানের হোটেলগুলোর লঘ্যালটি প্রোগ্রামের সুবিধাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। ম্যারিফট, হিলটন এবং চয়েস হোটেলের মতো প্রতিশানের সারা বিশ্বে অনেক হোটেল রয়েছে, যেখানে পর্যাপ্ত পয়েন্ট অর্জন করে বিনামূল্যে রুম ও গিফ্ট কার্ড পাওয়া সম্ভব।

* হোটেল যদি প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে অনুমোদন না পায়, তবে আপনি তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন না। এর কারণ হলো আবেদ্ধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্ডের মালিক ব্যাংক থেকে চার্জ-ব্যাক অনুরোধ করতে পারবেন। আর ব্যাংক যদি দেখতে পায় কার্ডটি মালিকের বাদলে অন্য কেউ ব্যবহার করেছে তাহলে হোটেলের কাছ থেকে টাকা ফেরত দাবি করার অধিকার আছে তাদের।

* চেক-আউটের সময় রুম নিয়ে অভিযোগ করে থাকেন অনেকেই। এর কোনো মানে নেই। রুমে কোনো সমস্যা থাঁজে পেলে তবে আপনার উচিত শুরুতেই হোটেলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া। অভিযোগ জানানো হলে কর্মীর বেশিরভাগ সময়ই সমস্যাগুলো সঙ্গেসঙ্গে ঠিক করে ফেলতে পারেন।



জেনে নিন হোটেল থেকে কী নিতে পারবেন, কী নিতে পারবেন না

ভ্রমণকে আনন্দময় করে তুলতে পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সব অনুবন্ধ থাকে একটি ভালো হোটেল রুমে। হোটেলের সুন্দর বাথ রোব, তোয়ালে, শ্যাম্পুসহ অনেক কিছুই আপনার পছন্দ হতে পারে। কিন্তু সবকিছু আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না।

তবে কিছু কিছু জিনিস কিন্তু চাইলে চেক আউটের সময় নিয়ে যেতে পারেন। একটি ভালো মানের হোটেল থেকে কোন কোন জিনিস নিতে পারবেন, আর কোন কোন জিনিস নিতে পারবেন না, তা জেনে নিন-সাবান নিতে পারবেন।

প্রতিটি হোটেলের শাওয়ার রুমেই সাবান থাকে। আপনি চাইলে এই সাবান নিয়ে যেতে পারেন। তবে সাবান নেওয়ার জন্য গ্রাহককে কোনো জরিমানা করা না হলেও সাধারণত এটি নিরুৎসাহিত করা হয়।

শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার নিতে পারবেন সাবানের মতো ছেট ছেট বোতলে থাকা শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারও চাইলে নিয়ে যেতে পারবেন। ভালো মানের সব হোটেলেই সাবান, শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারে নিজস্ব ব্র্যান্ডিং থাকে। তাই এগুলো নিয়ে বাইরে ব্যবহার করলে হোটেলেই এক ধরনের ব্র্যান্ডিং হয়।

যেমন- ড্রাই ক্লিনিং ব্যাগ, কফি, ফিমার, সুগার প্যাক ইত্যাদি। এই সবকিছুই আপনি চাইলে নিয়ে যেতে পারবেন।

কাগজ ও কলম নিতে পারবেন হোটেলের বেড সাইড টেবিল বা বড় টেবিলে রাখা কাগজ ও কলম নিতে পারবেন। এসব কাগজ কলমও সাধারণত হোটেলের ব্র্যান্ডের

থাকে।

বিছানার চাদর ও তোয়ালে নিতে পারবেন না হোটেলের বিছানার চাদর, বাথ বা হ্যাঙ্ড টাওয়েল নেওয়া যাবে না। এগুলো মূলত দামি জিনিস। এক জরিপে দেখা গেছে, ৬৮ শতাংশ গ্রাহক হোটেলের তোয়ালে বা এ ধরনের জিনিস চুরি করেন। কিছু কিছু হোটেল চুরি করাকাতে তোয়ালেতে ইলেক্ট্রনিক ট্যাগও লাগিয়ে রাখে।

ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস নিতে পারবেন না অনেক হোটেল কর্তৃপক্ষ রুমের কোন কোন জিনিস বাইরে নেওয়া নিষেধ তা পণ্যের গাযে স্পষ্ট করে লিখে রাখে। বিশেষ করে দামি ইলেক্ট্রনিক পণ্যের ক্ষেত্রে। যদি এসব পণ্য হারিয়ে যায় তাহলে এর দাম হোটেল ভাড়ার সঙ্গে যোগ করা হয়।

বাথ রোব নিতে পারবেন না

হোটেলে ভালো একটি গোসলের পর আরামদায়ক বাথ রোব পরার পর মনে হতে পারে যে বাসায়ও একই জিনিস থাকলে মন্দ হতো না। কিন্তু না, হোটেলের বাথ রোব বাসায় নেওয়া যাবে না।

হ্যাস্পার, প্লাস বোতল, মগ নিতে পারবেন না হোটেলের হ্যাস্পার, প্লাস বোতল বা মগ নিলে বাঢ়ি জরিমানা তো হবেই, পাশাপাশি হোটেল কর্তৃপক্ষের কালে তালিকাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কাও আছে। অনেক উন্নত হোটেল কর্তৃপক্ষ হোটেল রুমের ক্ষতি সাধনকারী ও রুমের বিভিন্ন জিনিস চুরি করা গ্রাহকদের তালিকা তৈরি করে, যাতে পরে এই গ্রাহকদের হোটেলের সেবা নেওয়া থেকে বিরত রাখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হোটেল কর্তৃপক্ষ গ্রাহককে পুলিশে দিয়েছে এমন নজিরও আছে। ◆

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন সাফল্যগাথার ৯ বছর

পর্টিন সেবা

■ পর্টিন বিচিত্রা প্রতিবেদন

সাফল্যগাথা ৯ বছরে অতিক্রম করলো বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা। ১৭ জুলাই ১০ম বর্ষে পদচূর্ণ করেছে এই এয়ারলাইনসটি। নবম বর্ষপূর্তিতে সব শুভানুধ্যয়ীকে জানিয়েছে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস।

২০১৪ সালের ১৭ জুলাই ইউএস-বাংলা ড্যাশুট-কিউ ৪০০ এয়ারক্রাফট দিয়ে ঢাকা-ঘোশের রুটে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের আকাশপথে যাত্রা শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সব বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা করে স্বল্পতম সময়ে আকাশপথের যোগাযোগব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে ইউএস-বাংলা।

অভ্যন্তরীণ রুট ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্ষাবাজার, সিলেট, ঘোরা, সেয়দপুর, বরিশাল, রাজশাহীতে ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। ইউএস-বাংলা যাত্রা শুরুর দুই বছরের মধ্যে ২০১৬ সালের ১৫ মে ঢাকা-কাঠমান্ডু রুটে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রুটে ঢানা মেলে। ইউএস-বাংলার আন্তর্জাতিক রুটগুলোর মধ্যে রয়েছে কলকাতা, চেন্নাই, মালে, মাসকাট, দেহা, দুবাই, শারজাহ, কুয়ালামপুর, সিসাপুর, ব্যংকক ও গুয়াঙ্জু। নিকট ভবিষ্যতে দিল্লি, জেন্দা, রিয়াদ, দান্ধাম ও আবুধাবি রুটে ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়েছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস।

চলতি বছর ইউএস-বাংলার বিমান বহুবে ছ্যাটি ওয়াইড বডি এয়ারক্রাফট যোগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া ২০২৪ সালের মধ্যে লঙ্ঘন, রোমসহ ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্য এবং ২০২৫ সালের মধ্যে নিউইয়র্ক ও টরেন্টোতে ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস।

স্কাইট্র্যাক্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন অ্যাওয়ার্ড ২০৩০-এ ইউএস-বাংলা সাউথ এশিয়ার এয়ারলাইনগুলোর মধ্যে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। গে-বাল অ্যাভিয়নেশন ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের এই অর্জন বাংলাদেশ অ্যাভিয়নেশনকে আরও এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

বর্তমানে ইউএস-বাংলার বিমান বহুবে মোট ১৯টি এয়ারক্রাফট রয়েছে, যার মধ্যে ৮টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০, ৮টি এটিআর ৭২-৬০০ এবং ৩টি ড্যাশুট-কিউ ৪০০ এয়ারক্রাফট আছে। যাত্রা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ৯০ শতাংশের অধিক অন-টাইম ফ্লাইট পরিচালনার রেকর্ড রয়েছে ইউএস-বাংলার। যাত্রীসেবায় অনন্য নজির স্থাপন করায় ইউএস-বাংলা দেশীয় এয়ারলাইনস হিসেবে যাত্রীদের কাছে আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশে-বিদেশে বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে ইউএস-বাংলার। যা দেশের বেকার সমস্যা সমাধানেও কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া নিয়মিত ট্যাক্স-সারচার্জ পরিশোধ করে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করে চলেছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের



অর্থনীতিকে করছে আরও সুদৃঢ়।

ইউএস-বাংলার টিকিট সংগ্রহ করার জন্য রয়েছে ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস সুবিধা। দেশে এবং দেশের বাইরে নিজস্ব ৪০টির অধিক সেলস অফিস রয়েছে। ফিকোয়েন্ট ফ্লাইয়ারদের জন্য রয়েছে 'ফ্লাইস্টার' প্রোগ্রাম।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস শিগগির নিজস্ব এমআরও (মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার অ্যান্ড অপারেশনস) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে ইউএস-বাংলা ফ্লাইট স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে।

স্বাধীনতার পর ইউএস-বাংলাই প্রথম কোনো দেশীয় বিমান সংস্থা, যা চীনের কোনো গন্তব্যে বা ভারতের চেন্নাই কিংবা মালদ্বীপের রাজধানী মালতে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের বেশ কয়েকটি স্পেশাল সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে ইউএস-বাংলা, যা অন্বেষণ দ্বাষ্ট স্থাপন করেছে অ্যাভিয়েশন শিল্প।

উল্লেখযোগ্য সার্ভিসগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অবতরণের পর মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে লাগেজ ডেলিভারি। 'আপনি লাগেজের জন্য অপেক্ষা করবেন না, বরং লাগেজ আপনার জন্য অপেক্ষা করবে' ড্রে ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ইউএস-বাংলা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

ইউএস-বাংলা শুধু যাত্রীই পরিবহন করে না, সঙ্গে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে কার্গোও পরিবহন করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউএস-বাংলা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ খেলাধুলার উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মামুন নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বলেন, 'প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা যেকোনো ধরনের প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত।' বর্তমান বিশ্বে যাত্রীদের সঠিক সেবা প্রদান করার জন্য ব্র্যান্ডিনু এয়ারক্রাফটের কোনো বিকল্প নেই। ইউএস-বাংলা যাত্রীদের আরামদায়ক সেবাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন এয়ারক্রাফট বহরে যুক্ত করে চলেছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে ইউএস-বাংলা পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।' তিনি আরও বলেন, 'ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের সাফল্যে ভরা ৯ বছর এর সঙ্গে যেসব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন কর্পোরেট অফিস, বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন মিডিয়ার কর্মরত সাংবাদিকেরা, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে, তাদের সবার প্রতি ইউএস-বাংলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।'

আইওএসএ সনদ পেল ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিমান সংস্থা হিসেবে আইওএটি অপারেশনাল সেফটি অডিট (আইওএসএ) নিরাপত্তা মান অর্জন করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অডিট অর্গানাইজেশন আরগস প্রস, যা এয়ারলাইনের ফ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণে অন্যতম প্রতিষ্ঠিত।

আইওএসএ সনদ প্রাপ্তিতে ৩০ জুলাই সিভিল এভিয়েশন অথরিটির প্রধান কার্যালয়ে এক আনন্দযন্ম পরিবেশে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন লুৎফুর রহমানের নেতৃত্বে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

আইওএসএ সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে রেগলেটরি অথরিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় সফলতা কামনা করেন।

এর আগে ২৭ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রাস্পোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইওএটি) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বিময়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আইওএটি নির্ধারিত সারাবিশ্বের ৫টি অডিট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরগস প্রস অন্যতম একটি অডিট প্রতিষ্ঠান। আরগস প্রস ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনের আইওএসএ সার্টিফিকেট পেতে অডিটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

তারা জানায়, আইওএসএ সনদ পেতে এয়ারলাইনটিকে মোট আটটি ডিসিপ্লিনের সব সূচকের অগ্রগতি বিবেচনায় আনতে হয়েছে। সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্লাইট অপারেশন, কেবিন

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো নতুন এয়ারক্রাফট

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলার বিমান বহরে যুক্ত হলো নবম এটিআর ৭২-৬০০। উড়োজাহাজটি রোবোট (২৩ জুলাই) সন্ধ্যায় ঢাকার হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে এয়ারক্রাফটটি গ্রহণ করেন ইউএস-বাংলার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ক্যাপ্টেন লুৎফুর রহমান।

নতুন এই উড়োজাহাজটিসহ মোট ২০টি এয়ারক্রাফট যুক্ত হলো ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস বহরে। এর মধ্যে আটটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০, ছাঁটি এটিআর ৭২-৬০০ এবং তিনটি ড্যাশ-কিউ ৪০০ এয়ারক্রাফট।

২০১৪ সালের ১৭ জুলাই দৃটি ড্যাশ-কিউ ৪০০ এয়ারক্রাফট নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০টি এয়ারক্রাফট দিয়ে বহরকে সমৃদ্ধ করলো ইউএস-বাংলা। চলতি বছর ইউএস-বাংলার বহরে ছয়টি ওয়াইড বিডি



**আইওএটি অপারেশনাল
সেফটি অডিট (আইওএসএ)**
হলো এয়ারলাইন অপারেশনাল
সেফটি অডিট করার জন্য
একটি গে-বাল ইন্ডাস্ট্রি
স্ট্যান্ডার্ড। আইওএসএ
এয়ারলাইনের নিরাপত্তা
নিরীক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের মানদণ্ড
হয়ে উঠেছে, যা উন্নত
অপারেশনাল নিরাপত্তা এবং
খরচ-কার্যকর ব্যবস্থায় অবদান
রেখেছে।

সেফটি, ডিসপাচ, মেইনটেনেন্স, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং,
কার্গো অপারেশন, সিকিউরিটি এবং অর্গানাইজেশন।
সর্বোপরি এসএমএস (সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)-
ও কিউএমএস (কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)-



এয়ারক্রাফট যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
নতুন এটিআর ৭২-৬০০ এয়ারক্রাফটটি ফ্লাইনের
লাগনাক এয়ারপোর্ট থেকে মিসরের কায়ারো হয়ে
ওমানের মাসকাট থেকে ঢাকায় হ্যারত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সন্ধ্যা ৭টায় অবতরণ
করে। এটিআর ৭২-৬০০ এয়ারক্রাফটে মোট ৭২টি
আসন রয়েছে। যা দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ
হিসেবে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রুট ও কলকাতায় ফ্লাইট
পরিচালনা করা হবে।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সব

কে বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। সব সূচক বিবেচনায়
ইউএস-বাংলাকে আইওএসএ সনদ দেওয়ার মাধ্যমে
পুরস্কৃত করেছে আইওএটি।

আইওএটি অপারেশনাল সেফটি অডিট (আইওএসএ) হলো এয়ারলাইন অপারেশনাল সেফটি অডিট করার জন্য একটি গে-বাল ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড। আইওএসএ এয়ারলাইনের নিরাপত্তা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের
মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যা উন্নত অপারেশনাল
নিরাপত্তা এবং খরচ-কার্যকর ব্যবস্থায় অবদান
রেখেছে। নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং সততাকে
কেন্দ্র করে, আইওএসএ সার্টিফিকেশন প্রাপ্তার অর্থ
হলো ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়
এয়ারলাইনগুলোর মধ্যে অবস্থান করেছে।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন অপারেশনাল কার্যক্রম,
নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের ব্যাপক
পর্যালোচনা এবং যাচাই-বাছাই করে, যা সারা বিশ্ব
থেকে পাঁচজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এভিয়েশন
গোষ্ঠীর মধ্যে নিরীক্ষিত হয়েছিল।

আইওএসএ প্রোগ্রামের জন্য প্রযোজনীয়
অপারেশনাল সেফটি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনের কর্মীদের ব্যাপক
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সংস্থাটি
এই অপারেশনাল নিরাপত্তা নীতিগুলো গ্রহণ করেছে
যা আইওএসএ নিরবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা বজায়
রাখার জন্য ক্রমাগত মূল্যায়ন করা হবে।

আইওএসএ হল একটি স্ট্রাকচার্ড অডিট, যার মানদণ্ড
বাণিজ্যিক বেসামরিক বিমান চলাচলে সবচেয়ে
আপগেট হওয়া নিয়ন্ত্রক এবং আন্তর্জাতিক সেবা
অনুশীলনগুলোকে প্রতিফলিত করে। স্থীরূপ
আন্তর্জাতিক অডিট সংস্থাগুলোকে আইওএসএ
নিরবন্ধনের জন্য এয়ারলাইনগুলি বিবেচনা করার
আগে অডিট সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন আইওএসএ রেজিস্ট্রেশন
হল অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক
ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিমান
চালনায় আন্তর্জাতিক সেবা অনুশীলনগুলো পূরণ এবং
অতিক্রম করার জন্য সংস্থার কৌশলগত লক্ষ্যের
প্রমাণ। ◆

কুটসহ আন্তর্জাতিক কুট কলকাতা, চেম্বাই, মালে,
মাসকাট, দোহা, দুবাই, শারজাহ, ব্যাংকক,
কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর ও গুয়াঙ্জু কুটে নিয়মিত
ফ্লাইট পরিচালনা করে আসছে।
নতুন যুক্ত হওয়া এয়ারক্রাফটটি হ্যারত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইউএস-বাংলা
এয়ারলাইনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে
গ্রহণ করেন। এয়ারক্রাফটটি গ্রহণ করার সময়
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসহ দেশের অ্যাভিয়েশনের
মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। ◆



ওমরাহ পালনে ই-ভিসা চালু করল সৌদি আরব

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

পরিব্রহ্ম ওমরাহ পালনে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় ইলেক্ট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) চালু করেছে। সহজে ও সাঙ্গে যেনে আরবে বেশি মুসলিম সৌদিতে যেতে পারবেন এবং ওমরাহ পালন করতে পারেন তারাই অংশ হিসাবে ই-ভিসা চালু করা হলো। এছাড়া ভিশন ১০৩০ অর্জনে ওমরাহের সেবার মান বাড়ানোর যে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, সেটিরও অংশ এই ই-ভিসা।

গত ৫ জুলাই এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে সংবাদাধ্যম সৌদি গেজেট।

সৌদির ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যারা ই-ভিসা পেতে আগ্রাহী তারা নুসুক প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। যেন তারা ১৯ জুলাই থেকেই সৌদিতে যেতে পারেন।

ওই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পুরো বিশ্বের পর্যটকদের মক্কা ও মদিনা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া এর মাধ্যমে পছন্দ অনুযায়ী বাসা বেছে নেওয়া, বাসস্থান এবং যোগাযোগ সেবাও দেওয়া হয়।

পরিব্রহ্ম হজ উপলক্ষ্যে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ওমরাহ পালন বন্ধ রয়েছে। ওই সময় যাদের কাছে হজের অনুমতি ছিল শুধু তারাই মক্কা নগরীতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলেন। ◆

‘পার্সোনাল ভিজিট ভিসা’ চালু করলো সৌদি আরব

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

সৌদি আরব সরকার ‘পার্সোনাল ভিজিট ভিসা’ চালু করেছে। এই ভিসার মাধ্যমে সৌদি আরবের নাগরিকরা এখন থেকে তাদের বিদেশি মুসলিম বন্ধুদের ওমরাহ পালনের দাওয়াত দিতে পারবেন। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এ তথ্য

জানিয়েছে বলে আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জুলাই) এক টুইট বার্তায় মন্ত্রণালয় জানায়, ‘পার্সোনাল ভিজিট ভিসা’ অনলাইনে পাওয়া যাবে। এই ভিসার জন্য সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নতুন চালু হওয়া এই ভিসা দিয়ে একবার বা অনেকবার সৌদি আরবে প্রবেশ করা যাবে। সেইসঙ্গে পরিব্রহ্ম মক্কা ও মদিনা নগরী ছাড়াও ওমরাহের দাওয়াত আগ্রাহী সৌদি আরবের বিভিন্ন পর্যটন স্পটে যেতে পারবেন। আর এই ভিসাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৯০ দিন পর্যটন দেশটিতে অবস্থান করতে পারবেন।

এদিকে শুক্রবার (২১ জুলাই) সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা চলতি বছরের ওমরাহ মৌসুম শুরু করতে প্রস্তুত।

বর্তমানে হজের পর হাজিদের দেশে ফেরা সহজ করতে এবং পরিব্রহ্মগুলোতে ভিড় এড়াতে কয়েক সপ্তাহ

পর্যটন ওমরাহের যাত্রীদের আগমন বন্ধ রাখা হয়। সৌদি আরব ২০১৬ সালে চালু হওয়া তাদের ভিশন ২০৩০কে সামনে রেখে পর্যটন শিল্পকে চাঞ্চ করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশটি তেলের ওপর নিজেদের অর্থনীতির নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে এবং নতুন শিল্প খাত সৃষ্টি করতে চলেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ ১০০ মিলিয়ন পর্যটক পাওয়ার আশা করছে সৌদি সরকার।

এছাড়া পর্যটন খাতে ১০ লাখ চাকরি সৃষ্টি হবে। যা দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ভূমিকা রাখবে।

অন্যদিকে ২০৩০ সাল নাগাদ হাজিদের সংখ্যা তিনি কোটিতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ◆



যুক্তরাজ্যে বাড়ছে ভিসা ফি, শিথিল হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

ভিসার জন্য ফি বাড়ছে বিঠেনে। হেলথ সারচার্জসহ প্রায় ২০ শতাংশ বাড়ানো হবে। মুদ্রাবৃত্তি ও দ্রব্যমূল্যের তীব্র উৎপন্নগতির মুখে সরকারি খাতে জরুরীর্থমান বেতন বৃদ্ধির চাহিদার জোগান দিতেই ভিসা ও সারচার্জ বাড়ানো হচ্ছে। ফি এক হাজার পাউন্ডের বেশি বাড়ানো হবে।

বিঠেনে বাড়লেও উটোটা ঘটছে দক্ষিণ কোরিয়া। কারণ, দক্ষিণ কোরিয়া প্রবেশের ক্ষেত্রে কিউ-কোড পূরণ ও কোয়ারেন্টাইন নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। যা শিল্পাবর্ষের থেকে কার্যকর করা হয়। খবর সিএনএন, দ্য ইন্ডেপেন্ডেন্ট ইউকে।

বিটিশ প্রদানমন্ত্রী ঘৃষি সুনাক বলেন, বিঠেনের সরকারি খাতে বেতন-ভাতা বাড়ানো লক্ষ্যে বাড়ি অর্থের জোগান দিতেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিঠেনে ২০১৫ সালে হেলথ সারচার্জ ফি জনপ্রতি ছিল ১০০ পাউন্ড। পরে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ফি বাড়িয়ে ৪০০ পাউন্ড করা হয়। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ফি আরেক দফায় বাড়ানো হয়। যা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৬২৫ পাউন্ড, শিশুরাষী ও শিশুদের জন্য ৪৭০ পাউন্ড নির্ধারণ করা হয়। এ বছর এসে আবারও বাড়ানো হচ্ছে ফি। আবেদনের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের দিতে হবে ১ হাজার ঢুকে। শিশুরাষী ও শিশুদের দিতে হবে ৭৭৬ পাউন্ড। মার্কিন ভিসার ফি বাড়ানো হয়েছে বাংলাদেশিদের জন্যও।

আপরদিকে ভিসা ফি শিথিল করে দক্ষিণ কোরিয়া। মাঝি পক্ষ ও করোনা মহামারিতে লোকসংখ্যা কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেয় দেশটির রোগের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে তা শনাক্ত করার প্রক্রিয়া আগের মতোই অব্যাহত থাকবে।

দেশটির সরকার জানায়, ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থাক দেশ উগান্ডা ও কঙ্গো, চীন ও কংগোডিয়ার ক্ষেত্রে এভিএন ইনফ্লুয়েঞ্জা, মধ্যপ্রাচ্যের ১২টি দেশে মার্স, কলেরা রোগের জন্য ভারত, ফিলিপাইনসহ আরও ২৬টি দেশের বেলায় আগের নিয়ম বহাল থাকবে।

এছাড়া চীন ও কংগোডিয়ার ক্ষেত্রে এভিএন ইনফ্লুয়েঞ্জা, মধ্যপ্রাচ্যের ১২টি দেশে মার্স, কলেরা রোগের জন্য ভারত, ফিলিপাইনসহ আরও ২৬টি দেশের ক্ষেত্রেও আগের নিয়ম বহাল থাকবে বলে দেশটির সরকার জানিয়েছে। ◆



ভারতীয় ভিসা আবেদনে নতুন নিয়ম চালু

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

ভিসা পদ্ধতি আরও সহজ ও আবেদনকারীদের অসুবিধা কমাতে ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করেছে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন। গত ১১ জুলাই থেকে এ নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ভারতীয় হাইকমিশন সুত্র জানায়, যেসব আবেদনকারী তাদের ভিসা আবেদন হাইকমিশনে প্রক্রিয়াকরণ চলাকালে অন্য কাজে ব্যবহার করতে নিজের পাসপোর্ট ফেরত পেতে চান, তাদের জন্য এখন আইভ্যাকে (ইতিমান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার) ভিসা আবেদন জমা দেওয়ার সময় পাসপোর্ট ফেরত নেওয়ার সুবিধা থাকবে।

ভিসা টোকেনে প্রদর্শিত সঞ্চাব্য ডেলিভারির তারিখের সাত দিন আগে আইভ্যাকে তাদের পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।

ভিসা প্রসেসিং ফি অনলাইনে পরিশোধ করার সময় আবেদনকারীরা এখন আইভ্যাক-এ তাদের ভিসা আবেদন জমা দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট টাইম প্লট আগে থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগও পাবেন। এটি আবেদনকারীকে আবেদন জমা দেওয়ার সময় আইভ্যাকে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করা থেকে মুক্তি দেবে। এ পদক্ষেপগুলো আবেদনকারীদের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও সুবিধাজনক করে তুলবে বলে হাইকমিশন আশা করছে। ◆

রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির সৌন্দর্য রক্ষায় আদালতের নির্দেশনা

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির সৌন্দর্য বিকৃত করার অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা সংক্ষেপ হাইকোর্টের রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত রায়ে আদালত ৩৩টি নির্দেশনা দিয়েছেন।

রিটের পক্ষের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ গত ১৯ জুলাই এ তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে গত বছরের ১৬ আগস্ট এ বিষয়ে জারি করা কুল নিষ্পত্তি করে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঁকে এই রায় দেন।

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির প্রত্তঙ্গের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুরাকীর্তি সংরক্ষণ বিধি অমান্য করে ভবন নির্মাণ করার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ২০১৪ সালে হাইকোর্টে রিট করে হিউম্যান রাইটস অ্যাস্ট পিস ফর বাংলাদেশ। ওই রিটের শুলানি নিয়ে একই বছরের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট কুল জারি করে ছিতাবস্থার আদেশ দেন। ওই কুলের শুলানি শেষে গত বছরের ১৬ আগস্ট রায় দেন হাইকোর্ট।

পূর্ণাঙ্গ রায়ে তিনটি নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত। এগুলো হলো- ১. প্রত্তঙ্গ অধিদণ্ডনের

মহাপরিচালককে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সৌন্দর্য বিকৃত করে এমন কোনো ভবন/স্থাপনা আছে কিনা তা তদন্ত করার নির্দেশ প্রদান।

২. তদন্তে রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সৌন্দর্য বিকৃত করে এমন কোনো ভবন/স্থাপনা যদি পাওয়া যায় তাহলে সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৩. রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার্থে প্রত্তঙ্গ অধিদণ্ডনের মহাপরিচালক নিকটস্থ জমি ও ভবনের ব্যাপারে যথাযথ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে পারবেন। ◆

কর্মকর্তাসহ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস এবং নতুনভাবের প্রতিনিধিত্ব অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধিদল বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিস্তারিত আলোচনা খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত স্বাক্ষরের উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছে। দ্রুত চুক্তিটি চূড়ান্ত স্বাক্ষরের জন্য উভয় দেশ উদ্যোগ গ্রহণ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে সভায় একটি সম্মত-কার্যবিবরণীও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চুক্তিটি চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের জন্য ইউরোপের একটি নতুন ও সরাসরি আকাশপথ উন্মুক্ত হবে। যাত্রীদের সরাসরি ফ্লাইটের মাধ্যমে সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতের এবং আকাশপথে পণ্য পরিবহনের আরও একটি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ◆



ইতালিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালু

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

অবশ্যে ইতালিতে বহুল আলোচিত ই-পাসপোর্ট চালু করা হলো। ২৭ জুলাই রাজধানী রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাস সুত্র জানায়, ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকতর সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতালির রোমে ২৭ জুলাই বহুল প্রতীক্ষিত ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

এ সময় দূতাবাসে সেবাগ্রহীতাদের উপস্থিতিতে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উরোধন করেন ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. শামীম আহসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো.

সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিচালক বিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি সাংবাদিকরা উপস্থিতি ছিলেন।

এদিন দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট সিস্টেম ও সার্ভার সফ্টওয়ারে স্থাপন করে পরীক্ষামূলক এনরোলমেন্ট সম্পর্ক করা হয় এবং উরোধনী অনুষ্ঠানে ৬ জন আবেদনকারীর মধ্যে ই-পাসপোর্টের এনরোলমেন্ট স্পিগ দেওয়া হয়।

ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করার জন্য সেবাগ্রহীতারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানান প্রবাসী বাংলাদেশিয়া। ◆

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ফ্লাইট যাবে

সুইজারল্যান্ডে। এ বিষয়ে সম্মত হয়েছে দুই দেশ। গত ৫ জুলাই বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদরদণ্ডের অনুষ্ঠিত এক দ্বিপক্ষীয় আলোচনা সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বেবিচকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ সোহেল কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ কার্যক্রম চালু করে আছেন। বেবিচকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ সোহেল কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ কার্যক্রমের উরোধন করেন ইতালির রোমে।

বেবিচকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ সোহেল কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ কার্যক্রমের উরোধন করেন ইতালির রোমে। এ ক্ষেত্রে খসড়া চুক্তি করতে ৪ ও ৫ জুলাই বেবিচক সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সভা হয়। আলোচনা সভায় তিনি সদস্যের সুইস প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির সিংভিল অ্যাভিয়েশনের লিড নেগোশিয়েটর লোরেন্ট নোল।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির বেবিচকের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বেবিচকের উচ্চপর্যায়ের

লাগেজ সংক্রান্ত নির্দেশনা সংযুক্ত আরব আমিরাতের যাত্রীদের জন্য

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

বিমানের যাত্রীদের নতুন নির্দেশনা দিয়েছে এয়ার অ্যারাবিয়া ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। সংযুক্ত আরব আমিরাতের যাত্রীদের জন্য এই লাগেজ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনা মতে, আগস্ট ১ আগস্ট থেকে এয়ার অ্যারাবিয়া ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পোটলা, গাইট, গাটি, কাটনের মালামাল গ্রহণ করবে না। লাগেজ ও ব্যাগের ধরন কেবল হবে স্টেটিও জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, চেক-ইন ব্যাজেজের আকার সর্বোচ্চ ১৫৮ সেন্টিমিটার বা ৬২ ইঞ্চির মধ্যে হতে হবে। লাগেজ বা ব্যাগের অন্তত একটি সমতল পৃষ্ঠা থাকতে হবে। হাত ব্যাগেজের উজ্জ্বল ৭ কেজির বেশ হতে পারবেন। এর ব্যত্যয় হলে কোনো অবস্থাতেই এসব ব্যাগ গ্রহণ করা হবে না। ◆

কক্ষবাজারকে স্মার্ট সিটি গড়তে তৈরি হচ্ছে মাস্টারপ্ল্যান

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

কক্ষবাজারকে একটি আধুনিক ও স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কক্ষবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান কমডের (অব.) মোহাম্মদ নূরুল আব্দুর। তিনি বলেন, ২০২৩ থেকে ২০৪৩ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের জন্য কাজ করছি। এ লক্ষ্যে আনন্দানিক কাজ আগামী মাসে শুরু হবে। শনিবার (২২ জুলাই) কক্ষবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নূরুল আব্দুর এ কথা জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ ত্যার।

বিশ্বের দীর্ঘতম বাল্কানময় সমূদ্র সৈকতে কক্ষবাজারকে একটি আকর্ষণীয় ও পরিবেশবান্ধব সিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ও প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে বিশ্বের দীর্ঘতম সমূদ্র সৈকতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অক্ষত রেখে আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা সঞ্চালিত কক্ষবাজারকে একটি স্মার্ট প্ল্যান হিসেবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। শেখ হাসিনা বিভিন্ন কর্মসূচিতে কক্ষবাজারকে পর্যটন ও বিমান চলাচলের বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সরকার বিদেশিদের জন্য একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করছে, সেখানে অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দেশের দীর্ঘতম ও একমাত্র মেরিন ড্রাইভ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করছে এবং রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে যথাযথ সংযোগ স্থাপন করে কক্ষবাজারের উন্নয়ন করছে।

কটক চেয়ারম্যান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনেই তারা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করছেন।

মাস্টারপ্ল্যানের মধ্যে রয়েছে কৌশলগত নীতি পরিকল্পনা, কক্ষবাজারের সব উপজেলা ও সমূদ্র সৈকত এলাকার বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা (৬৯০,৬৭ বর্গকিলোমিটার) এবং পর্যটন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কক্ষবাজারের জন্য স্মার্ট সিটি মডেল প্রণয়ন, পরিবহণ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, উপযোগিতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সেক্টরাল পরিকল্পনাও মাস্টারপ্ল্যানের মূল বৈশিষ্ট্য। ◆

লাগেজ সংক্রান্ত

নির্দেশনা সংযুক্ত

আরব আমিরাতের যাত্রীদের জন্য

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

বিমানের যাত্রীদের নতুন নির্দেশনা দিয়েছে এয়ার অ্যারাবিয়া ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। সংযুক্ত আরব আমিরাতের যাত্রীদের জন্য এই লাগেজ

সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা মতে, আগস্ট ১ আগস্ট থেকে এয়ার অ্যারাবিয়া ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পোটলা, গাইট, গাটি, কাটনের মালামাল গ্রহণ করবে না। লাগেজ ও ব্যাগের ধরন কেবল হবে স্টেটিও জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, চেক-ইন ব্যাজেজের আকার সর্বোচ্চ ১৫৮ সেন্টিমিটার বা ৬২ ইঞ্চির মধ্যে হতে হবে। লাগেজ বা ব্যাগের অন্তত একটি সমতল পৃষ্ঠা থাকতে হবে। হাত ব্যাগেজের উজ্জ্বল ৭ কেজির বেশ হতে পারবেন। এর ব্যত্যয় হলে কোনো অবস্থাতেই এসব ব্যাগ গ্রহণ করা হবে না। ◆



সনি টিভি কিনলে ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফ্রি স্টেকেশন সুবিধা

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

সনি টিভি কিনলেই ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় ফ্রি স্টেকেশন সুবিধা দেয়ার কাজ শুরু করেছে জাপানি শিল্পোষ্ঠী সনি কর্পোরেশন, সনির অফিশিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর স্মার্ট ইলেকট্রনিকস লিমিটেড (সনি-স্মার্ট) এবং বিলাসবহুল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা। গোল জুলাইয়ে এ সংক্রান্ত সনি ও স্মার্টের সঙ্গে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার চূক্ষিতে সনি কর্পোরেশনের সাউথ ইন্ট এশিয়া (আরএমডিসি) প্রেসিডেন্ট জেরেমি হেং চুন গুয়ান, স্মার্ট ইলেকট্রনিকসের পরিচালক মো. তানভীর হোসেন এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার মহাব্যবস্থাপক অশ্বিনী নায়ার সহৃ করেন। ◆



এভিয়েশন শিল্প নীরব বিপ্লব হয়েছে -পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী বলেছেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এভিয়েশন শিল্প নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। যশোর, সৈয়দপুরসহ দেশের ৭টি বিমানবন্দর আন্তর্জাতিকমনের করার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে এসব বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক বিমান উঠানামা করবে। প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশের যে রূপরেখা প্রকাশ করেছে সেই যাত্রায় এভিয়েশন শিল্প ও হবে স্মার্ট-আধুনিক। ৩১ জুলাই যশোর বিমানবন্দরে নববিমিত আধুনিক টার্মিনাল ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশের এভিয়েশন শিল্প আন্তর্জাতিকমনের হয়েছে। তার নির্দেশে দেশের সব বিমানবন্দরে যাত্রীসেবার মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। শুধু মান উন্নয়ন নয়; নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আকাশপথ নিরাপদ রাখতে নিজস্ব পরিচালনায় দেশের সব বিমানবন্দরে উন্নতমানের রাডার স্থাপন করা হচ্ছে। শেখ হাসিনার সরকার মানেই দেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধি।

দেশের প্রাচীনতম যশোর বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী বলেন, যশোর ঐতিহ্যবাহী জেলা। এখানে অনেককিছু আমাদের করার দরকার। অনেক আগেই শেখ হাসিনা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যশোরের পর্যটনশিল্প হাতছানি দিচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় যশোর বিমানবন্দরে ৩২ কোটি ৮৯ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন টার্মিনাল ভবন আজ উদ্বোধন করা হয়েছে।

এর আগে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যশোরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমৰায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপ্ন প্রত্যাচার্য। তিনি বলেন, যশোরে সবাজি, ফুল মাছ পর্যটনে সম্মানের জয়গা। এখানে স্তুল ও নৌ বন্দর রয়েছে। ভারতের কলকাতা বিমান বন্দরে প্রচণ্ড চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি তাদের সক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে যশোর কলকাতা রুটে যদি বিমান চালু হয় এটা শুধু যশোরবাসী উপকৃত হবে না;



বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা

বাংলাদেশ দূতাবাস, নেপাল

বসুন্ধরা, ওয়ার্ড নং-৩, চক্রপথ
কাঠমান্ডু, নেপাল

টেলিফোন: +৯৭৭১৪৯৭০১৩০/৮৯৭০-১৩১ (পিএভিএক্স)
ফ্যাক্স: +৯৭৭১৪৯৭০১৩২
ইমেইল: mission.kathmandu@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন, কলকাতা

৯, সার্কাস এভিনিউ, লোয়ার রেঞ্জ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরণি
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, ভারত
ফোন: +৯১৩৩৪০১২৭৫০০

বাংলাদেশ হাইকমিশন, ভারত

ইপি-৩৯, ড. সর্বগল্লী রাধাকৃষ্ণন সড়ক
চাণক্যপুরী, নতুন দিল্লি-১১০০২১
ভারত

পিএভিএক্স: +৯১১১২৪১২১৩৯১-৯৪
ফ্যাক্স: (৯১-১১) ২৬৮৭৮৯৫৩
ইমেইল: mission.newdelhi@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, ভুটান

প্লট: এইচআইজি-৩
আপার চুবাচু, থিস্মু, ভুটান
ফোন: +৯৭৫২৩০২৭৭১

জরুরি যোগাযোগ: +৯৭৫৭৭২৮৬১৫২
ইমেইল: mission.thimphu@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, শ্রীলংকা

৩, শ্রীমাথ আরজি সেনানায়েক মাওয়াথা
কলঞ্চো-৭, শ্রীলংকা

ফোন: +৯৪১১২৬৯৫৭৪৪২৬৯৫৭৪৮
ফ্যাক্স: +৯৪১১২৬৯৫৫৫৬

ইমেইল: bdhclanka@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, মালদ্বীপ

প্লট: ১০৯৮২, নিরোলহ মাঙ্গ, গোয়ালহি-১৬
হুলহমালে, মালদ্বীপ

টেলিফোন: (৯৬০) ৩৩২০৮৫৯ ফ্যাক্স: (৯৬০) ৩৩১৫৫৪৩

ইমেইল: mission.male@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, থাইল্যান্ড

৮৭/৮ একামাই সুই ৩০, শুকহামভেট ৬৩
ব্যাংকক-১০১১০, থাইল্যান্ড

ফোন: +৬৬ (০) ২৩৯০৫১০৭-৮
ফ্যাক্স: +৬৬ (০) ২৩৯০৫১০৬

হটেলাইন নাম্বার: +৬৬৯৫২৭২০৩১৪ ও +৬৬৯৪৬৬৩২০২৭
ইমেইল: mission.bangkok@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, ইন্দোনেশিয়া

জেএল জায়া মন্ডলা রায়া, ৯৩ মেনটেন্স ডালাম, তেরেত, জাকার্তা,
সেলেতান-১২৭৮০, ফোন: +৬২২১২২৮৩৫৪৭৬,

+৬২২১২২৮৩৫৪৭৭, ফ্যাক্স: ৬২২১২৮৫৪৩৭৬৫, হটেলাইন
নম্বর: +৬২৮৭৭৭০০৬৬৮৮৯, +৬২৮১৩৮৮৭০০৫২২

ইমেইল: mission.jakarta@mofa.gov.bd,
bdootjak@yahoo.com



বাংলাদেশ-ভারত ট্রেনের সময়সূচি

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১০৭)

অমগ্নের দিন	ঢাকা থেকে ছাড়বে	কলকাতায় পৌঁছাবে
শুক্রবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০
রোববার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০
মঙ্গলবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১০৯)

অমগ্নের দিন	কলকাতা থেকে ছাড়বে	ঢাকায় পৌঁছাবে
শুক্রবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫
মঙ্গলবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১০৮)

অমগ্নের দিন	কলকাতা থেকে ছাড়বে	ঢাকায় পৌঁছাবে
শনিবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫
সোমবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫
বৃথবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৩.৩০

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১১০)

অমগ্নের দিন	ঢাকা থেকে ছাড়বে	কলকাতায় পৌঁছাবে
শনিবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০
বুধবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০

বন্ধন এক্সপ্রেস (৩১২৯)

অমগ্নের দিন	কলকাতা থেকে ছাড়বে	খুলনায় পৌঁছাবে
রোববার	সকাল ৭.১০	দুপুর ১২.৩০
বৃহস্পতিবার	সকাল ৭.১০	দুপুর ১২.৩০

বন্ধন এক্সপ্রেস (৩১৩০)

অমগ্নের দিন	খুলনা থেকে ছাড়বে	কলকাতায় পৌঁছাবে
রোববার	দুপুর ১.৩০	বিকাল ৫.৪০
বৃহস্পতিবার	দুপুর ১.৩০	বিকাল ৫.৪০

মিতালী এক্সপ্রেস (৩১৩১)

অমগ্নের দিন	ঢাকা থেকে ছাড়বে	নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে
সোমবার	রাত ৯.৫০	সকাল ৬.৪৫
বৃহস্পতিবার	দুপুর ১.৩০	বিকাল ৫.৪০

মিতালী এক্সপ্রেস (৩১৩২)

অমগ্নের দিন	নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে	ঢাকায় পৌঁছাবে
রোববার	সকাল ১১.৪৫	রাত ১০.৩০
বৃথবার	সকাল ১১.৪৫	রাত ১০.৩০



Endorsed by



Ministry of Civil Aviation and Tourism

10th ASIAN TOURISM FAIR

THE BIGGEST EVER TOURISM EXPO IN BANGLADESH

15 COUNTRIES 200 EXHIBITORS



September 21 22 23, 2023

Bangabandhu International Convention Center (BICC)
Dhaka, Bangladesh

Organized by



Supported by



Hospitality Partner



Venue Partner



Cruise Partner



www.asiantourismfair.com



www.desertexpress.ae.com



TRAVEL WITH US UAE

BOOK YOUR TRAVEL NOW



Our Services

Visa | Air Ticket | Hotel | Meeting & Exhibition

Sightseeing | Transport

Corporate Event

Corporate Training | Documentary | Guide & logistics

Education / Medical / Migration Consultancy